—পাক্ষিক—

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায়—১৫শ বর্ষ ১৫ ও ৩০শে এপ্রিল, ১৯৬২ সন সংখ্যা ২৩/২৪

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মসজিদ আক্‌সা,
কাদিয়ান

'এ-লান'

"বর্ত্তমান কালে আল্লাহ্ তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সম্বন্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে, সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক:—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।
বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা
এই সংখ্যা ·৫০ পয়সা

১।	আল্লাহ্ জমিন ও আসমানের আলো	—	—	১	পৃষ্ঠা
২।	ঐ	—	—	২২	"
৩।	ঐ	—	—	২৩	"
৪।	কোরআন করীম সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদগণের একটি আপত্তি	—	—	২৯	"
৫।	সম্পাদকীয়	—	—	৩৬	"
৬।	বিবিধ-প্রসঙ্গ	—	—	৩৮	"

For

COMPARATIVE STUDY

Of

World Religions

Best Monthly

"The Review of Religions"

Published from

Rabwah (West Pakistan)

সত্বর হউন সত্বর হউন

বাহির হইতেছে

হায়াতে তাইয়েবা

বা

হযরত মসিহ্ মওউদ আলাইহেস সালামের বিরাট জীবন চরিত। ডিমাই ১/৮ আকারে প্রায় হাজার পৃষ্ঠায় শীঘ্রই বাহির হইতেছে। মূল্য ৮৲ টাকা। অতি সত্বর অর্ডার দিন।

সম্পাদক

পুস্তক বিভাগ

৪নং বক্সি বাজার রোড, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ঃ ১৫শ বর্ষঃ ১৫ই এবং ৩০ এপ্রিল ১৯৬২ স ঃ ২৩ ও ২৪ সংখ্যা

"আল্লাহ্ জমিন আস্‌মানের আলো"

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ
فِىْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ
يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ط يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَيَضْرِبُ
اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝ (النور - الايت ٣٦)

তরজমাঃ

"আল্লাহ্ আকাশমালার ও পৃথিবীর আলো। তাঁহার আলোকের দৃষ্টান্ত একটি তাকের ন্যায়, যাহার মধ্যে রহিয়াছে একটি প্রদীপ, (এবং সেই) প্রদীপ কাঁচের একটি গ্লোবের নীচে আছে (এবং) সেই গ্লোবটি এমনি উজ্জ্বল, যেন উহা এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র এবং উহা (প্রদীপটি) এমনি অশীষযুক্ত এক বৃক্ষের [তৈলের দ্বারা জ্বালান হইতেছে যে, উহা [সেই বৃক্ষ্য] প্রাচ্যেরও নয়, প্রতিচীরও নয়। অগ্নিস্পর্শ না করিলেও

উহার তৈল জ্বলিয়া উঠিতে প্রস্তুত। [এই প্রদীপ] বহু আলোকের সমষ্টি। [মনে হয়] আল্লাহ্-তাআলা তাঁহার আলোর জন্য যাহাকে চান পথপ্রদর্শন [হেদায়েত] করেন। আর আল্লাহ্-তাআলা মানুষের জন্য [যাবতীয় প্রয়োজনীয়] কথা বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ্-তাআলা সব বিষয় উত্তম জানেন।" [সুরাহ নূর, ৩৬ আয়েত।]

তফসীর কতিপয় সঙ্কেত

এই অয়েতে বলা হইয়াছে যে আকাশীয় আলোকও খোদার নিকট হইতে আসে এবং পার্থিব আলোও তাঁহারই নিকট হইতে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ, প্রকৃত ধর্ম্ম ব্যবস্থা [শরীয়ত] আকাশ হইতে আসে এবং তাঁহারই অনুগ্রহে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে। তাঁহার আলোর উপমা একটি তাকের (দেওয়ালে প্রদীপ ইত্যাদি রাখার খোপের —সঃ আঃ) ন্যায়, যাহার মধ্যে প্রখর আলোকময় প্রদীপ রক্ষিত থাকে এবং প্রদীপের উপর একটা চিমনি বা গ্লোব থাকে, এবং সেই চিমনি বা গ্লোব এমন স্বচ্ছ কাঁচের নির্ম্মিত, যেন উহা একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র। মানুষের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, ল্যাম্পের উৎকৃষ্ট আলো তখনি পাওয়া যায়, যখন উহার পিছনে এরূপ কোন বাধা থাকে, যাহার লে উহার আলো চতুষ্পার্শে বিস্তৃত না হইয়া শুধু সম্মুখের দিকে বিস্তার লাভ করে। ইহারই প্রতি 'মিশ্‌কাত' (তাক, **niche** শব্দ) ইশারা করিতেছে। এই আলো বিশেষরূপে ঐ সময়ে বিস্তারলাভ করে, যখন ল্যাম্প চিমনির মধ্যে থাকে এবং ঐ চিমনি খুব পরিস্কার কাঁচ হইতে নির্ম্মিত এবং তৈলও অত্যুত্তম। ইহাই নির্দ্দেশার্থে বলা হইয়াছে যে, এলাহী নূরের —ঐশী আলোর বাতি এমন এক তৈলের দ্বারা জ্বলিতে থাকে, যাহা 'মুবারক' জৈতুন বৃক্ষ হইতে নির্গত হয়। 'মুবারক' শব্দ 'বের্কাতুন' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'বের্কা' এমন নীচ ভূমিকে বলা হয়, বৃষ্টিপাত হইলে যেখানে চারি দিকের সমস্ত পানি সমবেত হয়। সুতরাং 'মুবারাকাতুন' অর্থ হইল বৃক্ষটি সর্ব গুণরাজি ও সৌন্দর্য্যমালার আকর। অতঃপর, উহাকে 'জৈতুন' বলিয়া অভিহিত করিয়া সঙ্কেত করা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে এখন যে ঐশীবাণী অবতীর্ণ করা হইতেছে, তাহা পৃথিবীতে নিত্য নূতন জ্ঞান বিজ্ঞান ও তত্ত্বাবলী বিস্তারের একটি উপায় হইবে। কারণ, ফলরূপে জৈতুন ব্যবহৃত হওয়া ছাড়াও জৈতুন কাষ্ঠ এবং জৈতুন তৈল জ্বালানী দ্রব্যের কাজ করে। ইহার পাতা ও ছাল দ্বারা বয়ন কার্য্য চলে। ইহার তৈল বহুলরূপে নানা প্রকারে ব্যবহৃত হয়। আঁচারে দেওয়া হইলে, আঁচার দীর্ঘস্থায়ী হয়! এই প্রকারে দৃষ্টান্ত দ্বারা বোধগম্য করিবার ভাষায় আল্লাহ্-তাআলা বলিতেছেন যে, মুসীয় ও ইসবী শিক্ষাগুলি পচিয়া গিয়া এক দিন অব্যবহার্য্য হওয়ার ছিল। কিন্তু ইসলামের দ্বারা মানুষ যে শিক্ষা লাভ করিল, তাহা কখনো পচিবে না এবং সর্ব্ব প্রকার বিকার হইতে ইহাকে রক্ষা করা হইবে। শুধু ইহাই নয়, ইহা মানব মস্তিষ্কে এমন আলোক সৃষ্টি করিবে যে, তদ্বারা নব নব জ্ঞানরাশী ও তত্ত্বমালা মানুষ লাভ করিতে থাকিবে।

বিভিন্ন শাস্ত্রবিদ্ কৃত অর্থ

সাধারণতঃ, আলো সম্বন্ধে বলা হয় যে, ইহা তো কোন কোন জড় বস্তুর পারস্পারিক ঘর্ষণের ফলে উৎপাদিত জড় বস্তুর নাম। ইহা খোদা-তা'লার 'আলো' কিরূপে হইতে পারে? 'নহব'

শাস্ত্রবিদ্‌গণ এই প্রশ্নের সমাধান আয়তে 'নূর' শব্দের পূর্ব্বে একটি পদ উহ্য আছে বলিয়া করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, "আল্লাহু নূরুস্ সামাওয়াতে ওয়াল্ আর্‌যে" অর্থ—"আল্লাহু সাহেবু নূরিস্-সামাওয়াতে ওয়াল্-আরযে", —অর্থাৎ আকাশমালার এবং পৃথিবীর সম্যক আলোক খোদা-তাআলার হস্তে ও কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে এবং সম্যক আলোক তাঁহার করাধীন বলিয়া উন্নতি প্রয়াসী মানুষ মাত্রেরই খোদা-তা'য়ালার সহিত সম্পর্ক রাখা অত্যাবশ্যক।

"মাআনী" শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলেন যে, এখানে 'নূর' শব্দ রূপকার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহার অর্থ হইল আলোর দ্বারা যেমন মানুষ ভাল মন্দ বস্তুর মধ্যে তারতম্য করিবার সুযোগ লাভ করে, তেমনি পাপ পুণ্যের মধ্যে তারতম্য বোধ খোদা-তাআলার পথ প্রদর্শনেই মাত্র সম্ভবপর হয়। কারণ, আকাশের এবং পৃথিবীর যাবতীয় আলোকমালার, মূল-প্রস্রবন হইতেছেন শুধু খোদা-তাআলা।

আভিধানিকেরা বলেন যে, ইহা ভাষার রীত্যানুযায়ী ব্যবহৃত একটি বিশেষ 'মহবেরা'। যাহার উপর কাহারো সব কিছু নির্ভর করে, তাহাকে 'নূর' বলা হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, 'নূরুল্-বলোদ্' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাহার উপর কোন সহরের অধিবাসিগণের বিষয়াশয় নির্ভর করে। 'নূরুল্-কাবাএল্' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি গোষ্ঠী সমূহের শ্লাঘ্য। যেহেতু খোদা-তাআলার ফযল ব্যতীত মানুষ কোন বিষয়েই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না, সেহেতু তাঁহাকে আকাশরাজি ও পৃথিবীর "নূর" (আলো) বলা হয়।

প্রকৃত আলোক প্রাপ্তির উপায়

স্ব স্ব স্থানে এই সব কথাই ঠিক। কিন্তু আমার মতে এখানে, "আল্লাহু নূরুস্-সামাওয়াতে ওয়াল্-আর্‌যে" এ কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, পৃথিবী ও আকাশরাজিতে তোমরা যে বস্তুকেই আলোকিত করিতে চাও, খোদা-আতালা নূর (আলো) তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেও ফলে, ঐ বস্তু আলোকিত হইবে। যদি সে আলোক গৃহের উপর নিপতিত হয়, তবে উহ উজ্জ্বল হইয়া পড়িবে। যদি হৃদয়ের মধ্যে নাযে হয়, তবে হৃদয় রওসন হইবে। এই আলোক যখন 'বয়তুল্লাহ্' কাআবার উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল তখন উহা বিশ্বের হেদায়েতের কেন্দ্র হইয়াছিল তারপর, সেই আলোকই নবুয়ী মস্‌জিদের উপ অবতীর্ণ হইলে, উহা বিশ্বের সমগ্র মস্‌জিদগুলি আদর্শ স্বরূপে পরিণত হইল। এই আলোক রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামে পবিত্র হৃদয়ে অবতীর্ণ হওয়াতে, তিনি আধ্যাত্মি জগতের সূর্য্যে পরিশত হন। সেইরূপ, কোরআ কি? অক্ষরগুলি সেইতো, যাহা আরবী ভাষা প্রত্যহ ব্যবহৃত হয়। সেই কাগজইতো, যাহার পৃ যাবতীয় পত্রিকা ও পুস্তক মুদ্রিত হয়। সেই কালীই যাহার দ্বারা গর্হিত ও নির্লজ্জ কবিতাগুলিও লিখি হয়। কিন্তু এই কালীতে লিখিত এবং এই কাগজে মুদ্রিত কোর্‌আন্ উপস্থিত হইয়া বিশ্বের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত হইল। এই সেই বিশেষত্ব, যাহ "আল্লাহু নূরুস্-সামাওয়াতে ওয়াল্-আরযে" মহা বাণীতে বর্ণিত হইয়াছে। খোদা ইহার মধ্যে আগমণ করায় ইহা বিশ্বের পথ-প্রদর্শনের উপা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে এই আলোক নাই সেখানে কালো আঁধার ব্যতীত অন্য কিছুই দেখ যায় না। তারপর, "আল্লাহু নূরুস্ সামাওয়াতে ওয়াল্ আরযে" বাণী দ্বারা ইহার প্রতিও লক্ষ করিতে বলা হইয়াছে যে, আলো কখনো আবদ্ হইয়া থাকে না, উহা নিশ্চিতই বাহির হইয়া পড়ে এবং বিস্তার লাভ করে। আঁধার-অন্ধকারের পরি অবশ্যই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আলোক সর্ব্বদ

প্রসারিত হইবার চেষ্টা করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে, দেখ রাত্রিতে জোনাকীগুলি কেমন উজ্জ্বল দেখায়। ইহারা কত ক্ষুদ্র। কিন্তু দূর হইতে কিরূপে ইহাদের আলোগুলি দেখা যায়? পথিক কোন জনপদের নিকটে পৌঁছিয়া কিরূপে ইহাদিগকে তরু সমূহের মাঝে মাঝে ঝিকিমিকি করিতেছে দেখিয়া বলে, "ঐ যে গ্রাম।" সেইরূপ যে ব্যক্তির হৃদয়ে খোদা-তাআলার প্রেম স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, হউক তাহা জোনাকীরই সমান, তবু তাহা অন্যদিগকে আলো পৌঁছাইবে। ইহা কখনো সম্ভবপর নয় যে কেহ খোদার হইয়া পড়া সত্বেও সে তাহার যোগ্যতার আয়তন অনুযায়ী সূর্য্য, চন্দ্র বা নক্ষত্র হইবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্-তাআলার সহিত সত্যিকার সম্বন্ধ স্থাপন করে সে এই আলোক আপনার মধ্যে চূষণ করে। পরে, অন্যকেও তাহার আলোক মালার দ্বারা আলোকিত করে। আহ্মদীয়া সেল্সেলার প্রতিষ্ঠাতা এই অবস্থারই বর্ণনা অনুসঙ্গে আপনার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"আমার জন্য ইহাই যথেষ্ট ছিল যে, তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। আমার কখনো এই আগ্রহ ছিল না, যে আমি মসিহ্ মাওউদ বলিয়া অভিহিত হই, বা মসিহ ইব্নে মরয়্যম অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারণ করি। আমি নিভৃত প্রকোষ্ঠে ছিলাম। কেহ আমাকে জানিত না। কেহ আমাকে চিনিয়া নেয়, এই আগ্রহও আমার ছিল না। তিনি আমাকে নির্জ্জন বাসের কোন্ হইতে বল পূর্বক বাহির করেন। আমি চাহিয়াছি যে, আমি গোপন থাকিব এবং গোপনাবস্থায় মরিব! কিন্তু তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে সারা দুনিয়ায় সম্মানের সহিত খ্যাতি দিব।" ('হকিতুল অহি', ১৪৮—৪৯ পৃঃ)

বস্তুতঃ, আলোকের বিশেষত্ব এই যে, ইহা বিকীর্ণ হয়। উহা কখনো লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। সুতরাং, যখন কেহ আল্লাহ্-তাআলার প্রেম আপনার মধ্যে উৎপাদিত করে, তখন শুধু তাহার মধ্যে নয়, বরং তাহার সহিত সাক্ষাৎকারীদের মধ্যেও এক প্রকার পবিত্র পরিবর্ত্তন আনীত হয়। এরূপ হইতে পারে যে, অনেকের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে। তথাপি আলো অবশ্যই প্রকাশিত হয়। যেমন কালো কাপড়ের আড়ালেও কোন বাতি জ্বালান হইলে কিছু কিছু আলো অবশ্যই বাহির হইয়া পড়ে, সেইরূপ কাহারো অন্তঃকরণে ঐশী প্রেম কোন ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ স্বরূপে লুক্কায়িত থাকা এবং পাপাবলী কালো চাদর স্বরূপে উহাকে আবৃত করিয়া থাকাও সম্ভবপর। এই আঁধার তাহার আলোককে হ্রাস করিতে পারে মাত্র, বিলুপ্ত করিতে পারে না। যখনি তাহার কালো চাদর অপসারিত হইবে, ঐশী আলো সতেজে তাহার মধ্য হইতে বিকীর্ণ হওয়া আরম্ভ করিবে।

কৃষ্টি ও সভ্যতার ভিত্তি

তারপর, "আল্লাহু নূরুস্ সামাওয়াতে ওয়াল্ আরযে" বলিয়া ইসলাম বিশ্বের নিকট এই মূল তত্ব উপস্থিত করিয়াছে যে, সভ্যতার ভিত্তি আল্লাহ্-তাআলার আলোকের অর্থাৎ তাঁহার এল্হামের উপর স্থাপিত হওয়া উচিত। সভ্যতার নীতিগুলি শুধু সেই সত্তার দিক হইতে হওয়া চাই, যাঁহার কাহারো সহিত কোন আত্মীয়তার বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক নাই! স্ত্রীলোকদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলে যে পুরুষদের হাতে আইন রচিত হয় বলিয়া তাহারা যদৃচ্ছা আইন প্রণয়ন করে। ইতিপূর্বে ভারতীয়েরা বলিত যে, দেশের আইন ইংরাজেরা স্বজাতির স্বার্থে তৈরী করিয়াছে বলিয়া ভারতীয়গণ আইন অমান্য করিতেছে। বস্তুতঃ, কোন জাতি অন্য জাতির তৈরী আইন দ্বারা সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু খোদা-তাআলার তৈরী বিধি-বিধান

সম্বন্ধে কেহ বলিতে পারে না যে, তিনি কোন জাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। ল্যাঙ্কশায়ারের কাপড় বিক্রি হউক বা না হউক, কিম্বা ভারতের তূলা বিক্রি হয় বা না হয়, খোদা-তাআলার সহিত এগুলির কোনই সম্পর্ক নাই। তাঁহার নিকট সকলেই সমান। সুতরাং, বিশুদ্ধ আইন তাঁহারই দিক হইতে প্রবর্তিত হইতে পারে। ইহারই প্রতি সঙ্কেত করা হইয়াছে,— "আল্লাহু নুরুস্-সামাওয়াতে ওয়াল্ আর্‌যে" বাণীতে। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর আলো হইতেছেন খোদা। যাবতীয় বস্তু তাঁহারই নিকট হইতে শক্তি লাভ করে। তিনি যে বিধান প্রবর্ত্তন করেন, তাহা এমন উৎস হইতে প্রবাহিত হয় যে, 'লা-শার্‌কিয়াতিন্ ওলা গার্‌বিয়াতিন্" উহার প্রতীক। তাহাতে প্রাচ্য-প্রতীচ্য বা স্ত্রী-পুরুষ কাহারে পক্ষপাতিত্ব থাকে না, কিম্বা দুর্বল জাতি ও লোকদের অধিকার নষ্ট করা হয় না, কিম্বা শক্তিমান জাতি ও ব্যক্তিগণের প্রতিও কোন প্রকার রিয়ায়িত করা হয় না। প্রকৃত কথা, পৃথিবীতে কখনও শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না, যে পর্যন্ত ইহা স্বীকার না করা হয় যে, সভ্যতার ভিত্তি আল্লাহ্-তাআলার দিক হইতে হইবে। শ্রমিক ও ধণিকের ঝগড়া শুধু এখানেই সৃষ্টি হইয়াছে। জগদ্বাসী বলিয়াছিল তাহারাই তাহাদের সভ্যতার বিধি-বিধান তৈরী করিবে। তাহারা ইস্‌লামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে যে, ইস্‌লাম সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিকাদি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে কেন? কিন্তু তাহারাই এখন ধাক্কা পাইতে থাকিয়া ঐ স্থানের দিকে আসিতেছে যেখানে ইস্‌লাম তাহাদিগকে আনিতে চাহে। স্বামী-স্ত্রীর, মাতা-পিতার, ভাই-ভাইয়ের, ভাই-বোনের, শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের পারস্পারিক সম্বন্ধগুলির যাবতীয় ব্যাপারে পৃথি এখন ইস্‌লামের দিকে আসিতেছে। বস্তুত "আল্লাহু নুরুস্-সামাওয়াতে ওয়াল্-আর্‌য্" বাণী এই অঙ্গুলী-সঙ্কেত করা হইয়াছিল যে, সভ্যতা ভিত্তি 'এল্‌হামের' উপর রাখিবে। নতু তোমাদের পারস্পারিক কলহ কখনো শে হইবে না এবং পৃথিবীতে কখনো স্থায়ী শা স্থাপিত হইবে না।

আয়েতের বিভিন্ন শব্দ ও অংশের ব্যাখ্যা

"আল্লাহু নূরুস্-সামাওয়াতে ওয়াল্-আরযে, বাণীর পর আল্লাহ্-তা'আলা বলেন, "মাসা নূরেহি কা-মিশ্‌কাতিন্ ফিহা মিস্‌বাহ্" — "তাঁহা আলোর উপমা তাকের ন্যায়, যাহার মধ্যে তী আলোক সম্পন্ন একটি প্রদীপ রাখা হইয়াছে 'মিশ্‌কাত' বলে দেওয়ালের ক্ষুদ্র কোঠরকে, যাহা অপর পার্শ্বে ছিদ্র থাকে না। দেওয়ালে দুই প্রকা কোঠর বা খোপ নির্ম্মিত হয়। এক প্রকার কোঠ জানালার ন্যায়। উহার উভয় দিকই খোলা। কারণ জানালা নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য বাহিরে দেখা সেইরূপ, আলো বাতাস আসা যাওয়ার জন্য ভেন্টিলেটর তৈরী করা হয়, উহারও উভয় পা খোলা রাখা হয়। কিন্তু প্রাচীন সম বিশেষতঃ মস্‌জিদ সমূহে এক প্রকার তাক খোপ নির্ম্মিত হইত। তাহাতে প্রদীপ কোরআন শরীফ রাখা হইত। উহার অপর পা খোলা থাকিত। 'মিশ্‌কাত' এই তাককেই বলা হয় যাহার অন্য পার্শ্বে ছিদ্র থাকে না। আল্লাহ তা আলা এই আয়েতগুলিতে তাঁহার "নূরের (আলোর) তত্ত্ব স্বরূপে বলিয়াছেন যে, ইহা উপমা একটি তাকের ন্যায়, যাহার মধ্যে একটি প্রদীপ রাখা হয়। অতঃপর বল

হইয়াছে, "আল্‌-মিস্‌বাহু ফি যুজাজাতিন্‌"—ঐ প্রদীপ এক চিমনি বা গ্লোবের মধ্যে আছে। তারপর বলা হইয়াছে, "আয্‌-যুজাজাতু কাআন্নাহা কাওকাবুন্‌ দুর্‌রিউন্‌"—ঐ চিমনি বা গ্লোব এমনি উৎকৃষ্ট কাচের নির্ম্মিত এবং এতই উজ্জ্বল যেন একটি নক্ষত্র এরূপে চকচকি করিতেছে। এখানে, আল্লাহ্‌-তা'লার 'নূর' (তাঁহার আলোক) তিন বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বলা হইয়াছে যে, 'আলোর সম্পূর্ণ বিকাশ' তিন উপায়ে হইয়া থাকে—'মিশ্‌কাত' (তাক), 'মিস্‌বাহ্‌' (দীপ) এবং 'যুজাজা' (চিমনি) দ্বারা।

আধুনিক বিজ্ঞান ও কোরআন বর্ণিত আলোক ব্যাখ্যা

আশ্চর্য্যের বিষয়, যদিও কোর্‌আন করিম এমন যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিল, যখন বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই—এমন দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিল, যখানকার অধিবাসীরা কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে অপরিচিত বলিয়া বিবেচিত হইত এবং এরূপ ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল, যিনি ছিলেন নিরক্ষর—তথাপি আলোর সম্পূর্ণ বিবরণ যে প্রকার আশ্চর্য্যজনক উপায়ে আলোচ্য আয়েতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, বিংশ শতাব্দীর কোন বৈজ্ঞানিক আলোক তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন। 'মিশ্‌কাত' যেমন দেওয়ালে নির্ম্মিত তাক বা ক্ষুদ্র কাঠরকে বলা হয়, যাহার অপর পার্শ্বে ছিদ্র থাকে না, তেমনি 'মিস্‌বাহ' দীপ শিখাকেও বলে, অথবা বালবের তারগুলিকেও মনে করা যায়, যখন ঐগুলি বিদ্যুৎ প্রবেশে উজ্জ্বল আলো দেয়। মূলতঃ, 'মিস্‌বাহ' অর্থ 'প্রত্যুষ কারক যন্ত্র' এবং এই হিসাবে যে সকল বস্তু হইতে প্রখর আলো হয়, উহাদের প্রত্যেকটিই 'মিস্‌বাহ' বলিয়া অভিহিত হয়। যেহেতু দীপ বা বাতি উজ্জ্বলাকার ধারণ করে, বাল্‌বের মধ্যস্থিত বৈদ্যুতিক তারগুলি আলো সহ ঝকমক করে, এ জন্য আরবী ভাষায় ইহাদিগকে 'মিস্‌বাহ' বলা হয়। অন্য কথায়, অগ্নি স্পর্শে যে দীপ-শিখা জন্মে, বা যে সকল বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুৎ পৌঁছা মাত্র একদম উজ্জ্বল হইয়া পড়ে, ইহাদিগকেও 'মিস্‌বাহ' বলা হয়। আল্লাহ্‌-তাআলা বলেন যে, তাঁহার আলোর উপমা একটি তাকের ন্যায় যাহার মধ্যে একটি বাতি জ্বলে এবং সেই বাতি একটি যুজাজা বা গ্লোবের মধ্যে থাকে।

প্রত্যেকেই জানে যে, হারিকেন জ্বালাইবার জন্য কেহ মেচ ধরাইয়া সলিতায় লাগান মাত্র উহার আলো কিরূপ থাকে। দীপ হইতে একটি হল্‌দে শিখা বাহির হয় এবং ধুম নির্গত হইয়া প্রকোষ্ঠে ছড়াইতে থাকে। সুকোমল ব্যক্তির মস্তিস্কে এই ধূম প্রবেশ করিলে হাঁচি আরম্ভ হয়। কাহারো কাহারো সর্দ্দি হয়। কিন্তু যেই মাত্র দীপ হইতে ধুম নির্গত হইয়া প্রকোষ্ঠে ছড়ান আরম্ভ করে, মানুষ তাড়াতাড়ি চিমনিতে হাত দেয় এবং হারিকেনের হ্যাণ্ডেল টিপিয়া উহাকে দীপের উপর স্থাপন করে। ফলে তৎক্ষনাৎ ধূম দূর হইতে থাকে, দীপশিখার বর্ণের পরিবর্ত্তন হয় এবং পূর্ববর্ত্তি আলো অপেক্ষা কোন কোন স্থলে ২০ গুণ, কোন স্থলে ৫০ গুণ, আবার কোন কোন স্থলে শত, দুইশত বা সহস্রগুণ প্রখর আলো জন্মে। সমগ্র কোঠা আলোকিত হয়। তারপর, চিমনি বা গ্লোবের ফলে অরো একটি বিষয়ের উদ্ভব হয়। দীপ নিবে না। প্রচণ্ড বৃষ্টি পতনের সময় রাত্রে মানুষ হারিকেন নিয়া বাহিরে যায়! দমকা বাতাস চলে। তুফান আসে গৃহ, ছাদ কাঁপিতে থাকে। পদস্খলনের উপক্রম হয়। কিন্তু হাতের ল্যাম্প নিবে না। কারণ, উহার চিমনি উহার পরিবেশকে নিরাপদ করে।

শুধু উহার আলোককেই বহুগুণ বৃদ্ধি করে না, বরং উহাকে নিভিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করে। হারিকেনের চেয়েও কোন কোন ল্যাম্প শক্তিশালী। যে সকল বড় বড় ল্যাম্প গৃহকে আলোকিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, উহাদিগকে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহাদের আলোক তীক্ষ্ণ করিবার নিমিত্ত উহাদের পিছনেরদিকে এক প্রকার অংশ ব্যবহৃত হয়, যাহা আলোক সম্মুখের দিকে প্রসারিত করে। প্রাচীন সময়ে এই উদ্দেশ্যে মানুষ প্রদীপ তাকের মধ্যে রাখিত। এযুগে ইহার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় টর্চ্চের ব্যাপারে। টর্চ্চের পিছন দিকটা লম্বা। উহার অগ্রভাগে উহা অপেক্ষা বৃহৎ একটা খোল ব্যবহৃত হয়। বাল্‌বের তিন দিকে বৃত্তাকারে উহা প্রসারিত থাকে। উহাতে একপ্রকার ঝক্‌ঝকে ধাতু লাগান থাকে। ইহার উদ্দেশ্য আলোক সম্মুখের দিকে প্রসার করা। এই খোল নামাইয়া নিলে টর্চ্চের আলো ১০।১৫ গজ দূর পর্য্যন্ত মাত্র থাকে। কিন্তু ইহার দ্বারা ঐ আলোকই কোন কোন স্থলে ৫০০ গজ, ১০০০ গজ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ২০০০ গজ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। দূরে আলোক নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে এই যে খোল ব্যবহৃত হয়, ইংরাজিতে ইহাকে রিফ্লেক্‌টার (**Reflector**) বলে। মহাশক্তিশালী ল্যাম্পগুলি তো রিফ্লেক্‌টারের ফলে আরো বহু দূরেও আলোক নিক্ষেপ করে। এই প্রকারে আলোক সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং মানুষ তাহার পুরাপুরি উপকারিতা ভোগ করে।

আলোকের পূর্ণত্ব ও নবীগণ

বস্তুতঃ, এই তিন জিনিষের ফলেই আলো সম্যকত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাদের একটি তো দীপ শিখা। উহা প্রকৃত অগ্নি। ইহা ছাড়া কোন আলো হইতেই পারে না। আধ্যাত্মিক জগতে এই দীপ-শিখা হইল আল্লাহ্-তাআলার নূর, তাঁহার আলো। যে চিমনি দ্বারা এই আলো উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, সেই হইতেছেন খোদা-তাআলার নবীগণ। এমনি তো জগতের প্রত্যেক অনু হইতে খোদা-তাআলার নূর যাহের হইতেছে। কিন্তু সেই নূর, সেই আলো লোকেরা দেখিতে পায় না। অবশ্য, যখন খোদা তাআলার নবী আসেন এবং উহাকে হাতে নিয়া বিশ্বর নিকট উপস্থিত করেন, তখন প্রত্যেকেই উহা ঠিক সেই প্রকারে দেখিতে আরম্ভ করে—যে প্রকারে দীপ জ্বালান হইলে সামান্য বায়ু স্পর্শেই উহা নিভিয়া যায়, কিন্তু যেই মাত্র চিমনি রাখা হয় অমনি যাবতীয় আঁধার দূর হয় এবং ঐ আলো দেখা যায়। ইহার এ অর্থ নয় যে, মূল জিনিষ চিমনি। মূল জিনিষ তো সেই আলোকই, যাহা দীপ হইতে বাহির হয়। কিন্তু সেই আলোক ধুমার মধ্যে লীন হইতে থাকে। এই জন্য মানুষ তদ্বারা তখন পর্যন্ত উপকৃত হইতে পারে না, যখন পর্য্যন্ত কাচ-চিমনি উহার উপর রাখা না হয়। অবশ্য, কাচ চিমনি বা গ্লোব লাগান হইলে পর ইতিপূর্ব্বে যে আলো লীন হইতেছিল, উহা নিরাপদ হইয়া পড়ে। তারপর চিমনি সহযোগে পূর্ব্বকার আলোক হইতে ২০ গুণ ১০০।২০০ গুণ, ১০০।২০০ গুণ, পর্যন্ত প্রখর হইয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে, এই কাচখণ্ড (গ্লোব) হইতেছে নবীগণের অস্তিত্ব। খোদা-তাআলার যে নুর (আলোক) প্রকৃতির সর্বত্র পাওয়া যায়, তাঁহারা গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের আপনকার গ্লোব ও চিমনির নীচে রাখিয়া উহার প্রত্যেকাংশকে মানুষের ব্যবহার্য্য করিয়া তোলেন। ফলে, সারা বিশ্ব এই আলোক দেখিতে আরম্ভ করে, বিশ্ববাসীর চক্ষুগুলি আলোকিত হয় এবং তাহারা ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে থাকে।

কোরআন করিমের অন্যত্র ব্যাখ্যা
ও খেলাফত

এই বিষয়টি আল্লাহ্-তাআলা কোরআন করিমের আরো কতিপয় স্থানেও বর্ণনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে সুরাহ্ তা-হার মধ্যে আল্লাহ্-তাআলা হযরত মুসা আলাইহেস্ সালামের বিবরণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি আল্লাহ্ তাআলার নুর (আলোক) অগ্নি স্বরূপে দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন ঃ

اِنِّیْ اٰنَسْتُ نَارًا

(ইন্নি অ-স্‌তু নারান)

—"আমি একটি অগ্নি দেখিয়াছি।" এই বাক্য হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে, অন্য লোকেরা এই অগ্নি দেখিতেছিল না। সুতরাং 'আনাস্‌তু নারান" (একটি অগ্নি দেখিতেছি) দ্বারা বলা হইয়াছে যে, নবীগণের ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার পুর্বে এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলার প্রকাশ 'অগ্নি' (নার) স্বরূপে হয়। অর্থাৎ কোন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই মাত্র তাহা দেখিতে পায়। কিন্তু উহা যখন নবীর দ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন উহা 'আলোকে' (নুর) পরিণত হয়। অর্থাৎ ল্যাম্পের ন্যায় উহার আলোক অত্যন্ত প্রখর হইয়া পড়ে। তারপর নবুওতের মধ্যে এই আলোক উপস্থিত হইয়া পুর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তবু ইহা ক্ষণ স্থায়ী অবস্থায় থাকে। কারণ নবী মৃত্যুর কবল হইতে নিরাপদ নহেন। সুতরাং, এই আলোক দূরে পেঁছাইবার জন্য এবং দীর্ঘ সময় ব্যাপী স্থায়ী রাখার জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল। অতএব, আল্লাহ্ তাআলা ইহার জন্য একটি রিফ্লেক্‌টার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারই নাম 'খেলাফত'। তাকের মধ্যে যেমন তিন দিক হইতে আলোক রুদ্ধ করিয়া শুধু প্রয়োজনীয় দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তেমনি খলিফাগণ নবীর পবিত্র করিবার শক্তি—"কুওতে কুদসিয়াকে" যাহা তাঁহার জামাআতের মধ্যে প্রকাশিত হইতে থাকে—বিনষ্ট হওয়া হইতে রক্ষা করিয়া কোন বিশেষ প্রোগ্রামের অধীনে ব্যবহার করেন। ইহার ফলে জামাআতের শক্তিগুলি বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না এবং সামান্য শক্তির দ্বারা বহু কার্য্য সাধন হয়। কারণ শক্তির কোন অংশই নষ্ট হয় না। খেলাফত না থাকিলে, কোন কোন কাজে অধিক শক্তি ব্যয় হইত—কোন কোন কাজ লক্ষ্য করিবার অভাবে থাকিয়া যাইত। অনৈক্য ও বিরোধের ফলে কোন সংগঠন মূলক ব্যবস্থার অধীনে জামাআতের গতিবিধি, জ্ঞান ও সময় ব্যবহৃত হইত না। বস্তুতঃ যে 'ঐশী আলো' নবুওত কর্তৃক সম্পূর্ণতা লাভ করে, খেলাফতের দ্বারা উহাকে দীর্ঘ স্থায়া করা হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে দেখ, ঐশী আলো রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের ওফাতের সঙ্গেই শেষ হয় নাই। হযরত আবু বকর (রাযিঃ)-র খেলাফতের তাকের দ্বারা ইহার সময় সোয়া দুই বৎসর আরো বর্দ্ধিত করা হয়। অতঃপর, হযরত আবু বকর (রাযিঃ)-র ওফাতের পর সেই আলোক হযরত উমর (রাযিঃ)-র খেলাফতের তাকে রক্ষিত হয় এবং সাড়ে দশ বৎসর পর্য্যন্ত ইহার সময় আরো বৃদ্ধি করা হয়। অতঃপর, হযরত উমর (রাযিঃ)-র ওফাতের পর সেই আলোক উস্‌মানী তাকে রক্ষিত হয়। বার বৎসর সময় আরো বৃদ্ধি করা হয়। তারপর, হযরত উস্‌মানের ওফাতের পর সেই আলোক আলাবী তাকে রক্ষিত হইয়া চারি বৎসর নয় মাস দীর্ঘ করা হয়। অন্য কথায়, ত্রিশ বৎসর ঐশী আলো খেলাফতের দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছিল। অতঃপর, ত্রুটিযুক্ত খেলাফতগুলি দ্বারা তো এই আলো ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত স্পেন এবং বাগদাদে প্রকাশ পাইতে থাকে। বস্তুতঃ, টর্চ্চের মধ্যে 'রিফ্লেকটার' থাকে। উহার দ্বারা বাল্‌বের আলো দূর দূর

পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'রিফ্লেক্টার' কোন কোন সময় অল্প বক্র-ভানে নির্ম্মিত হয়। যেমন, দেওয়াল প্রদীপগুলির পিছনে একটা টীন লাগান থাকে। উহা দেওয়াল প্রদীপের রিফ্লেক্টার এবং যদিও ইহার দ্বারা আলোক টর্চ্চের রিফ্লেক্টারের দ্বারা প্রখর হওয়ার ন্যায় উজ্জ্বল হয় না, তবু দেওয়াল প্রদীপের আলো উহার রিফ্লেক্টারের দ্বারা পূর্বাপেক্ষা বহু বৃদ্ধি পায়। এই প্রকারেই 'খেলাফত' হইতেছে সেই রিফ্লেক্টার, যাহা 'নবুওত' ও 'উলুহিয়ত' (ঈশ্বরত্ব).-এর আলোক দীর্ঘ করে এবং দূরে পৌঁছায়।

খেলাফত, নবুওত, উলুহিয়ত

সুতরাং, এই আয়াতে আল্লাহ্-তাআলা খেলাফত, নবুওত এবং উলুহিয়তের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহার আলোকের উপমা দীপ-শিখা দ্বারা বর্ণনা করা যায়। উহা একটি আলো, যাহা বিশ্বের প্রত্যেক কণা, কণা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা নবুওতের কাচের মধ্যে উপস্থিত না হয়, লোকে তাহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে না; যেমন, প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আল্লাহ্-তাআলার অস্তিত্বের পরিচয় প্রাপ্তির আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা পদস্খলিত এবং ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে,

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ
اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ *

(آل عمران ٢٠)

নিশ্চয়ই আকাশরাজি ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে অবশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।" (সুরাহ্ আলে-ইমরান, রুকু ২০ —সম্পাদক, 'আহমদী')

সম্পূর্ণ সত্য। পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে আল্লাহ্-তাআলার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এই 'খাল্কিস্ সামাওয়াতে ওয়াল্-আরয' (আকাশ মালা ও পৃথিবীর সৃষ্টি) ইউরোপের দার্শনিকগণকে নাস্তিকে পরিণত করিয়াছে। অন্য কথায়, "খাল-কিস্-সামাওয়াতে ওয়াল্-আরয"—জমিন আস-মানের সৃষ্টিতে আল্লাহ্-তাআলার যে 'আলো' আছে, উহার উপমা হয় 'দীপ শিখার' সহিত। এই শিখা প্রকাশিত হওয়ার সময় ইহার সঙ্গে ধূম্র উঠে, যাহা কোন কোন সময় সর্দি ঘটায় এবং চক্ষুকেও খারাপ করে। সেই ধূম্র তখনি মাত্র দূর হয়, যখন উহার উপর নবুওতের চিমনি বা গ্লোব রাখিয়া উহাকে আলো রূপে পরিবর্তন করা হয়। যদি ইহা ছাড়া কেহ এই শিখা দ্বারা আলোর কাজ নিতে চায়, তবে সে কিয়ৎ আলোক ও কিয়ৎ ধূম্র পাইবে, যাহা তাহার চক্ষু ও নাসিকাকে কষ্ট দিবে। বস্তুতঃ এই কারণেই যে ব্যক্তি প্রকৃতির প্রতি ধ্যান মত্ত হইয়া খোদা-তাআলাকে পাইতে চায়, সে বহুবার পদস্খলিত হয় এবং কোন কোন সময় তো খোদা-তাআলাকে পাওয়ার পরিবর্তে নাস্তিকে পরিণত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদা-তাআলার অস্তিত্বকে নবু-ওতের চিমনির সাহায্যে দেখিতে চায়, তাহার চক্ষু ও নাসিকা ধূম্রের অনিষ্ট হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। সে একটি অতি সূক্ষ্ম ও তৃপ্তিকর আলো লাভ করে, যাহা সর্ব প্রকার অসচ্ছতা-স্থূলতা বর্জ্জিত।

আহ্মদীয়া মতবাদের প্রবর্তক এই মূল তত্ত্বের প্রতিই তাঁহার এই কাব্যপদে সঙ্কেত করিয়াছেন :—

فلسفی کز عقل می جوئد ترا دیوانه وار
دورتر است از خرد آن ره پنهان تو

"উন্মদবৎ যুক্তি দ্বারা দার্শনিক তোমার অন্বেষণ করে, কিন্তু তোমার সেই গোপন পথ তাবৎ বুদ্ধির সীমার বহির্ভূত।"

প্রকৃতি পাঠকের খোদা-প্রাপ্তির উপায়

বস্তুতঃ, বিশ্ব জগত সম্বন্ধে চিন্তা পূর্বক খোদা-তাআলার অস্তিত্ব অন্বেষকগণের জন্য খোদা-তাআলা কতক পরীক্ষা এবং কতক সন্দেহ-সংশয় রাখিয়াছেন, যাহাতে তাহারা বাধ্য হইয়া নবুওতের চিমনি সেই আলোকের উপর রাখে। বস্তুতঃ, যখনি ঐশী আলোর উপর নবুওতের চিমনি রাখা হয়, ঐ আলোর অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন লাভ করে। কোথায় উহা দুর্গন্ধ দায়ক ধূম্র স্বরূপে ছিল, আর কোথায় উহা শুধু আলোকই আলোক বলিয়া প্রতীত হয় এবং ধূম্রের লেশ মাত্র থাকে না। অতঃপর, যখন আমরা এই আলোক উঠাইয়া তাকের উপর রাখি, তখন পূর্বাপেক্ষা বহু বহু দূর ব্যাপী আলো প্রসারিত হয়।

যাহা হউক, এই আয়েতে 'উলুহিয়ত' (ঈশ্বরত্ব), 'নবুওত' এবং খেলাফতের সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। যদি কেহ বলে যে, খেলাফতও তো শেষ হয়, তবে ইহার উত্তর এই যে খেলাফতের শেষ হওয়া, বা না হওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন। লোকেরা পবিত্র থাকিলে এবং খেলাফতের অমর্য্যাদা না করিলে, এই তাক শত শত কেন, সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কায়েম থাকিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধির উপায় হইতে পারে এবং যদি তাহারাই এই সম্পদ এই ইনামকে ব্যর্থ করে, তবে ইহার প্রতীকার কাহারো কাছে নাই।

আয়েত নুরের পরিবেশ

"আল্লাহু নূরুস্-সামাওয়াতে ওয়াল্ আরয" (আল্লাহ্‌ই আকশরাজি ও পৃথিবীর আলো) সম্বলিত আয়েতে বর্ণিত বিষয় সংক্ষেপে বলার পর এখন আমি বলিতেছি যে, কিরূপে সমগ্র সুরাহ্ (অর্থাৎ, 'সুরাহ্ নূর'—সঃ, আহ্‌মদী) এই একটি বিষয়েরই চারি দিকে ঘুরিতেছে। এই সুরাহ্‌কে আল্লাহ্-তাআলা ব্যভিচার এবং ব্যভিচারের অভিযোগকারীদের প্রসঙ্গে আরম্ভ করেন এবং আনুসঙ্গিক বিস্তৃত বিষয় গুলি বর্ণনার পর হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আন্‌হার উপর মিথ্যাভিযোগের উল্লেখ করেন। তারপর, ঐ সংক্রান্ত আরো বহু কথার পর মুসলমানগণকে নসিহত করা হয় যে, ইত্যাকার ঘটনা সমূহে কি কি বিষয় তাঁহাদের পালন করা উচিত। তারপর ঐ সকল উপায় বলা হয়, যাহা প্রতিপালন করিলে পৃথিবী হইতে ব্যভিচার দূরীভূত হইতে পারে। এই সমুদয় বিষয় আল্লাহ্-তাআলা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ রুকুতে বর্ণনা করিয়াছেন। কোথাও অভিযোগকারীদের সম্বন্ধে শাস্তির কথা বলিয়াছেন, কোথাও অভিযোগ সংক্রান্ত তদন্তের উপায় বর্ণনা করিয়াছেন, কোথাও শরীয়ত (ধর্ম্মীয় ব্যবস্থা) অনুমোদিত প্রমাণ উপস্থিত করিবার কথা বলিয়াছেন, কোথাও এই প্রকার অভিযোগ উপস্থিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করিয়াছেন, কোথাও ঐ সকল দরোজার কথা বর্ণনা করিয়াছেন যেগুলির মধ্য দিয়া গুণাহ্ পয়দা হয়। বস্তুতঃ, সমুদয় আয়াত গুলিতে একই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এর পরেই বলা হইয়াছে, 'আল্লাহ্ নুরুস্ সামওয়াতে ওয়াল্-আর্‌য"—আল্লাহ্ আকাশরাজি ও পৃথিবীর আলো।

অন্বয় কোথায়

এখন মানুষ এই জন্য আশ্চর্য্যান্বিত হয় যে, পূর্ববর্ত্তী রুকুগুলির সহিত ইহার কি সম্বন্ধ? যে মুফাস্‌সের মনে করেন যে, কোর্‌আন করিমে কোন 'তরতিব' নাই—ইহা নাউযুবিল্লাহ্, অন্বয়-শূন্য বাক্য সমষ্টি, ইহার আয়াতগুলি এমনি নানা বিষয়ক ও বিক্ষিপ্ত যেন মাটির উপর কতকগুলি শস্য কণা ফেলিলে কোনোটা কোথাও যাইয়া পড়ে এবং কোনোটা অন্য কোথাও, তিনি বলিতে পারেন যে

পূর্বে ঐ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বিষয় এখন এই শুরু হইয়াছে, ইহাতে দোষ বা ক্ষতি কি? কিন্তু যিনি হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের শিক্ষার সহিত পরিচিত, তিনি জানেন যে কোর্আন করিমের প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে তরতিব বা আনুপূর্বিক সম্বন্ধ আছে। তিনি এই দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন যে, ইতিপূর্বে ব্যভিচারের অভিযোগ ও তাহা দূর করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার পরক্ষণেই এই নিয়া আলোচনা শুরু হইয়াছে যে—

"আল্লাহু নূরুস্-সামাওয়াতে ওয়াল-আরয" এই দুয়ের মধ্যে পারস্পারিক যোগ-সূত্র কি? তারপর মানুষ আরো আশ্চর্য্যান্বিত হয়, যখন দেখিতে পায় যে পঞ্চম রুকুতে তো বর্ণিত হইয়াছে, "আল্লাহু নুরুস্ সামাওয়াতে ওয়াল্-আর্য" এবং ইহারই দুই রুকুর পর, অর্থাৎ সপ্তম রুকুতে আল্লাহ্-তাআলা প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছেন ঃ

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت

ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين

من قبلهم—

অর্থাৎ, "আল্লাহ্-তাআলা তোমাদের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিগণের সহিত, যাহারা ইমান আনিয়াছেন এবং উপযোগী আমল (কর্ম্ম) করিয়াছে এই ওয়াদা করিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে তেমনিভাবে খলিফা করিবেন, যেভাবে তিনি ইতিপূর্বে লোকদিগকে খলিফা করিয়াছেন।" অন্য কথায়, প্রথমে তো ব্যভিচারের ('যিনার') অভিযোগগুলি বর্ণিত হইয়াছে। তারপর, হযরত আয়েশার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। তারপর, ঐ সকল অভিযোগের প্রতীকারের উপায় সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর বলা হইয়াছে, "আল্লাহু নুরুস্-সামাওয়াতে ওয়াল্ আর্য" সম্বলিত বিষয়। এবং ইহার পরেই বলা হইয়াছে, "আমার ওয়াদা এই যে যাহারা মোমেন হইবে, তাহাদেরই মধ্যে এই উম্মতে সেইরূপেই খালিফা করিব, যেই প্রকারে পূর্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণকে খলিফা করিয়াছি—তাহাদের ধর্ম্মকে তাহাদের জন্য পৃথিবীতে কায়েম করিব এবং তাহাদের ভয়কে নিরাপত্তায় পরিণত করিব। তাহারা আমার এবাদত করিবে, আমার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না এবং যাহারা এই খলিফাগণনে অস্বীকার করিবে, তাহারা 'ফাসেক' (সম্বন্ধছেদকারী) হইবে।"

সুতরাং, অপরিহার্য্য যুক্তি স্বরূপে প্রত্যেকেরই হৃদয়ে এই প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, প্রথমে ব্যভিচারের অভিযোগাদির বিষয় বর্ণিত হওয়ার পর "আল্লাহু নুরুস্-সামাওয়াতে ওয়াল্-আর্য" বর্ণিত হওয়া এবং তারপর খেলাফতের কথা বলা—এই তিন বিষয়ের মধ্যে পারস্পারিক যোগ থাকা উচিত। নচেৎ, মনে করিতে হইবে যে, কোরআন করিম, নাউযুবিল্লাহ্ (আমরা আল্লাহ র শরণ নেই) বেমিল, অপ্রাসঙ্গিক বাক্যগুলির সমষ্টি। ইহার বর্ণিত বিষয়গুলিতে এক জন জ্ঞানী প্রজ্ঞাবান সত্বা সম্মত মিল ও সম্পর্ক নাই।

প্রসঙ্গতঃ ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্যের উপর মিথ্যাভিযোগকারীদের সম্পর্কে যেখানে বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে অভিযোগকারীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ—

والذين يرمون المحصنت ثم لم ياتوا

باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا

تقبلوا لهم شهادة ابدا - واولئك هم الفاسقون -

"যে সকল ব্যক্তি বেগুণাহ্ স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে এবং একই সময়ও ঘটনা উপলক্ষে চারি জন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তোমরা তাহাদিগকে ৮০ বেত দিবে। তোমরা তাহাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিবে এবং তাহাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করিবে না।" "ওউলায়েকা হুমুল্ ফাসেকুন"—"ইহারাই ঐ সকল ব্যক্তি, যাহারা খোদা-তাআলার নিকট 'ফাসেক' (সম্বন্ধ ছেদনকারী)।" তারপর, এই সুরাহ্-তেই যেখানে খলিফাগণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেখানেও এই শব্দগুলিই রাখা হইয়াছে এবং খোদা-তাআলা বলিয়াছেন, "ওমান্ কাফারা বাআদা যালেক ফাউলায়েকা হুমুল্-ফাসেকুন"—"অর্থাৎ, যে ব্যক্তি খলিফাগণকে অস্বীকার করে, সে 'ফাসেক' (সম্বন্ধ বিচ্ছেদকারী)।" সুতরাং, ব্যভিচারের অপবাদ আনয়নকারীদের জন্য যে নাম ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই নামই খোদা-তাআলা খেলাফতের অস্বীকারকারীদিগকেও দিয়াছেন এবং প্রায় একই প্রকার শব্দ এখানে ব্যবহার করিয়াছেন। সেখানেও এই বলা হইয়াছিল যে যাহারা ব্যভিচারের অভিযোগ করিয়া চারি সাক্ষী একই সময় ও ঘটনা সম্পর্কে উপস্থিত করে না, তাহাদিগকে ৮০ বেত দিবে, তাহাদিগকে আজীবন মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিবে এবং জানিবে যে, ইহারা 'ফাসেক'। এখানেও ইহাই বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি খলিফাদিগকে অস্বীকার করে, জানিবে যে সে 'ফাসেক'।

যোগ সূত্রের সন্ধান

বস্তুতঃ, যে ব্যক্তি কোরআন করিমকে এক প্রজ্ঞাবান 'হাকিম' সত্বার 'কিতাব' বলিয়া জ্ঞান করে যে ব্যক্তি ইহার সুবর্ণ অন্বয় এবং পারস্পারিক সম্বন্ধ সংযুক্ত বিষয়রাজির সৌন্দর্য্যাবলী দেখার সুযোগ লাভ করিয়াছে, তাহার হৃদয়ে অবশ্যম্ভাবী-রূপে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে পারস্পারিক যোগ-সূত্র কি? এই সমস্যা সমাধানের জন্য উপরে যে বিষয় নিয়া আমি গবেষণা করিয়াছি এবং "আল্লাহু নুরুস্ সামাওয়াতে ওয়াল্ আর্য" বানীতে 'উলুহিয়ত' 'নবুয়ত' ও খেলাফতের সম্পর্কের উপর আলোক-পাত করিয়াছি, তাহাতে প্রথমোক্ত বিষয়াবলীর সহিত শেষোক্ত দুইটি বিষয়েরই সম্পর্ক সম্পূর্ণ দেদীপ্যমান হইয়া পড়ে। কারণ "আল্লাহু নুরুস্-সামাওয়াতে ওয়াল-আর্য" বাক্যে খেলাফতের মূল-নীতি-গত উল্লেখ ছিল এবং বলা হইয়াছিল যে, খেলাফতের অস্তিত্বও নবুওতের ন্যায় অত্যাবশ্যক। কারণ ইহার দ্বারা ঐশীগৌরব, 'জালাল এলাহী' প্রকাশের সময়কে দীর্ঘ করা হয় এবং দীর্ঘ সময় ব্যাপী ঐশী আলো পৃথিবীতে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। এই বিষয়টি জানিবার পর স্বভাবতঃ কোরআন করিম পাঠকগণের হৃদয়ে এই ভাবোদয় হয় যে, খোদা করুন এই সম্পদ আমরাও লাভ করি। সুতরাং, "ওয়াআদাল্লাহুল্ নাযিনা আমানু মিন্কুম" (আল্লাহ্ তোমাদের সহিত ওয়াদা করিতেছেন) সম্বলিত আয়াতগুলিতে এই আগ্রহ সফল করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন যে, এই 'নেমাৎ' তোমরাও তেমনি লাভ করিবে যেমন পূর্ববর্ত্তী নবীগণের জামাত সমূহ লাভ করিয়াছিল।

বস্তুতঃ, বর্ণিত ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, "আল্লাহু নুরুস্-সামাওয়াতে ওয়াল্-আর্য" আয়েতের এবং ইহার প্রাসঙ্গিক আয়াত সমূহের

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت
ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين
من قبلهم -

("আল্লাহ্-তাআলা তোমাদের মধ্যে ইমান আনয়নকারীদের এবং যথোপযুক্ত কর্ম্মীদের সহিত ওয়াদা করিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলিফা করিবেন যেমন তিনি তাহাদের পূর্ববর্ত্তি লোকগণকে খলিফা করিয়াছিলেন" — সঃ আঃ) আয়েত এবং উহার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলির সহিত এমন এক সূক্ষ্ম ও স্বাভাবিক যোগসূত্র স্থাপিত হয় যে হৃদয় আনন্দরসে ও সুখানুভব দ্বারা ভরিয়া যায় এবং ইমান বৃদ্ধির কারণ হয়। তবু এই প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, পূর্ববর্ত্তি আয়াতগুলির সহিত এই আয়েতের সম্বন্ধ কি? অর্থাৎ, 'সুরাহ্ নুরের' পঞ্চম রুকুর মিল ইহার নবম রুকু পর্য্যন্ত হইল, কিন্তু পূর্ববর্ত্তী চারি রুকুর মধ্যে ব্যাভিচার এবং ব্যাভিচারের অভিযোগ সমুহের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? এই যোগ সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত কোরআন করিমের 'তরতিব' প্রমাণিত হইতে পারে না।

প্রথম চারি রুকুর সহিত শেষ চারি রুকুর সম্বন্ধ

এখন আমি প্রথম চারি রুকুর সহিত সম্পর্ক অবশিষ্ট পাঁচ রুকুর সহিত কি বলিতেছি। এই শেষ পাঁচ রুকুতেই খেলাফত সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, প্রথম চারি রুকুতে ব্যাভিচারের অভিযোগগুলি সম্বন্ধে বলা প্রকৃত উদ্দেশ্য।

বিশেষতঃ, ইহাদের মধ্যে হযরত আয়েশা রাযি-আল্লাহু আন্হার উপর যে অপবাদ রটনা করা হইয়াছিল তাহা খণ্ডন করা মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন আমাদের দেখা উচিত হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আন্হার উপর যে অপবাদ রটনা করা হইয়াছিল, উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল? ইহার উদ্দেশ্য কখনো এই হইতে পারে না যে, হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আন্হার প্রতি অপবাদ রটনা কারিগণ কোন শত্রুতা পোষণ করিত। একজন অন্তঃপুরবাসিনী মহিলা, রাজনীতি, বিচার, রাষ্ট্রীয় পদ সমূহ বা অর্থ বণ্টন, বা যুদ্ধাদির সহিত যাঁহার কোনই সম্পর্ক ছিল না,—শত্রুদিগকে আক্রমণ, বা রাষ্ট্র, বা অর্থ-নীতির সহিত যাঁহার কোনই সম্বন্ধ ছিল না, তাঁহার প্রতি কেহ কেন বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারিত? সুতরাং হযরত আয়েশার (রাযিঃ) প্রতি সোজাসোজি কোন বিদ্বেষ পোষণ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারিত না। এই অপবাদ সম্বন্ধে দুইটি অবস্থাই মাত্র সম্ভবপর।—হয় তো নাউযুবিল্লাহ (আমরা আল্লাহ্র শরণ লই) এই অপবাদটা মিথ্যা ছিল না; ইহা কোন ইমানদারই এক মুহূর্তের জন্যও স্বীকার করিতে পারে না। বিশেষতঃ, যে অবস্থায়, আল্লাহ্-তাআলা 'আরশ' হইতে এই অপবিত্র ধারণার অপনোদন করিয়াছেন। অন্য অবস্থা এই হইতে পারিত যে, হযরত আয়েশার উপর অপবাদ অন্য কোন কোন মহান ব্যক্তিগণের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রটনা করা হইয়াছিল।

মুনাফেকদের উদ্দেশ্য

এখন আমাদের চিন্তা করা উচিত, তাঁহারা কে ছিলেন, যাঁহাদিগকে বদনাম করা মুনাফেকদের বা তাহাদের দলপতিগণের পক্ষে লাভ জনক ছিল? ইহা দ্বারা মুনাফেকদের কোন কোন ব্যক্তির প্রতি তাহাদের শত্রুতা প্রয়োগ করিতে পারিত? সামান্য চিন্তা করিলেই জানা যায় যে, হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আন্হার উপর অপবাদ রটনা করিয়া দুই ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা প্রয়োগ করা যাইত। এক, রসুল করিম সাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামার প্রতি। দ্বিতীয়, হযরত আবু বকর রাযি আল্লাহু আন্হার প্রতি। কারণ, এক জনের ছিলেন তিনি স্ত্রী এবং অন্য জনের ছিলেন তিনি কন্যা। এই দুই জনই এমন ছিলেন যে তাঁহাদের দুর্নাম রাজনৈতিক দিক হইতে বা শত্রুতা স্বরূপে কোন কোন ব্যক্তির জন্য লাভ জনক হইতে পারিত,

কিম্বা কোন কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্য তাঁহাদের দুর্ণামের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। নতুবা হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আন্‌হার দুর্ণামের সহিত কাহারো কোন অভিসন্ধি থাকিতে পারিত না। খুব বেশী, তাঁহার সহিত তাঁহার সপত্নিগণের সম্পর্ক থাকা সম্ভবপর ছিল এবং হয় তো মনে করা যাইত যে, সম্ভবতঃ হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আন্‌হার সপত্নীরা তাঁহাকে হযরত রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের দৃষ্টি হইতে নামাইবার জন্য এবং স্ব স্ব সুখ্যাতি অর্জ্জনের উদ্দেশ্য এই ব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আন্‌হার সপত্নিগণ এই ব্যাপারে কোনই অংশ গ্রহণ করেন নাই। বরং তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পত্নীগণের মধ্যে তিনি হযরত যয়নব বিন্‌তে হবশকে (রাযিঃ) একমাত্র প্রতিদ্বন্দিনী মনে করিতেন এবং তাঁহাকে ছাড়া তিনি অন্য কাহাকেও তাঁহার প্রতিদ্বন্দিনী মনে করিতেন না। কিন্তু হযরত আয়েশা বলেন, তিনি হযরত যয়নবে (রাযিঃ)র এই এহ্‌সান কখনো ভুলিতে পারেন না যে, তাঁহার উপর যখন অপবাদ রটনা করা হইয়াছিল, তখন সব চেয়ে জোর দিয়া যদি কেহ এই অপবাদের প্রতিবাদ করিতেন, তবে তিনি হযরত যয়নবই ছিলেন। ('সিরতুল্‌হাল্‌বিয়া,' ২য় জেল্‌দ, ৩১০—৩১৬ পৃঃ)

সুতরাং, হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আন্‌হার প্রতি কাহারো শত্রুতা থাকিলে তাঁহার সপত্নিগণেরই থাকিত এবং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন, যাহাতে হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আন্‌হা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের দৃষ্টি হইতে পতিত হন এবং তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইতিহাস হইতে জানা যায়, তাঁহারা এই ব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি হযরত আয়েশার প্রসংশাই করিয়াছেন। বস্তুতঃ, স্ত্রীলোকদের প্রতি পুরুষদের শত্রুতার কোনই কারণ নাই। সুতরাং, তাঁহার উপর অপবাদ হয় তো রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রতি বিদ্বেষিতার কারণে করা হয়, কিম্বা হযরত আবু বকর রাযি আল্লাহু আন্‌হুর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণতার ফলে করা হইয়াছিল। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের স্থান তো অপবাদ আনয়ণকারীরা কোন প্রকারেই হস্তগত করিতে পারিত না। যে কাথার ভয় তাহাদের ছিল, সে ছিল এই যে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পরেও তাহারা তাহাদের আকাঙ্খাগুলি পূর্ণ করিতে বঞ্চিত না থাকে। তাহারা দেখিতেছিল যে, তাঁহার পর খলিফা হওয়ার যোগ্য কেহ থাকিলে তিনি শুধু হযরত আবু বকর এই আশঙ্কায় তাহারা হযরত আয়েশার উপর অপবাদ আনিল, যাহাতে তাঁহাকে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের দৃষ্টিচ্যুতা হন এবং তাঁহার পতনের ফলে মুসলমানগণের মধ্যে হযরত আবু বকরের (রাযিঃ) যে স্থান ছিল তাহা হ্রাস পায়, মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি কুধারণার বশবর্ত্তী হয় এবং তাঁহার প্রতি তাহাদের যে ভক্তি ছিল, তাহা দূরীভূত হয়। এই প্রকারে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পরে হযরত আবু বকরের খলিফা হওয়ার দরোজা একেবারে বন্ধ হয়।

হযরত আবুবকরের স্থান:

এই জন্যই খোদা-তাআলা হযরত আয়েশার (রাযিঃ) উপর অপবাদের ঘটনার পর খেলাফ সম্বন্ধেও বলিয়াছেন। হাদিস সমূহে পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবাগণ তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেন যে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামার পরেই কাহারো স্থান

থাকিলে উহা আবু বকরেরই স্থান। হাদিস সমূহে আরও বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম একবার হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-কে বলিয়াছিলেন, "আয়েশা, আমি চাহিয়াছিলাম যে, আমার পর আবু বকরকে মনোনীত করি, কিন্তু অমি জানি যে, আল্লাহ্ এবং মুমেন তাঁহাকে ছাড়া অন্য কাহারো প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না। বস্তুতঃ সাহাবাগণ নিশ্চিতভাবে জানিতেন যে, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পর তাঁহাদের মধ্যে হযরত আবু বকরেরই সর্বোচ্চ স্থান এবং তিনিই তাঁহার খলিফা হওয়ার যোগ্য।

আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই ইবনে সলুল

মক্কার জীবন তো এমন ছিল যে, উহাতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রশ্নই উঠিত না। কিন্তু মদীনাতে আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) আসিবার পর রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়ায় স্বভাবতঃ মুনাফেক-গণের হৃদয়ে এই প্রশ্ন জাগ্রত হইতে লাগিল যে, তাঁহার পর কেহ খলিফা হইয়া ইস্লামের ব্যবস্থা দীর্ঘ হইয়া না পড়ে এবং তাহারা চিরদিনের জন্য ধ্বংস না হয়। কারণ, তিনি মদীনা আসায় তাহাদের বহু আশা ভরসা মিথ্যায় পরিণত হইয়া ছিল। ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হয় মদীনায় আরবদের 'আউস্' ও 'খায্রাজ্' নামক দুই গোত্র বাস করিত। তাহারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করিত। রক্তপাত ও খুনের বাজার গরম থাকিত। যখন তাহারা দেখিল যে, এই আত্ম-কলহের ফলে তাহাদের গোত্রগুলির প্রাভব প্রতাপের হানী ঘটিতেছে, তখন তাহারা আপোষ মিমাংসা করিতে চাহিল। তাহারা স্থির করিল যে তাহারা শান্তির সহিত একত্রে বাস করিবে। 'আউস্' ও 'খাযরাজের' মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়া সাব্যস্ত করা হইল যে আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই ইবনে সলুলকে মদীনার বাদশাহ্ করা হইবে। এই মিমাংসার পর তাহারা প্রস্তুতি আরম্ভ করিল এবং আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই ইবনে সলুলের জন্য মুকুট নির্ম্মাণের আদেশ দেওয়া হইল।

ইতিমধ্যে মদিনার কিছু হাজী মক্কা হইতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহারা আসিয়া বলিলেন যে, 'আখেরী জামানার নবী' মক্কায় যাহের হইয়াছেন এবং তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা (বায়আত) নিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের দাবী সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইল। কিছু দিন পর আরো লোক মক্কায় যাইয়া রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নিকট হইতে 'বায়আত' গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নিকট আবেদন করিলেন যে, তিনি তাঁহাদের শিক্ষা দান এবং প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন শিক্ষক তাঁহাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন। ফলে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম একজন সাহাবীকে 'মুবাল্লেগ' নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন এবং মদীনার বহু ব্যক্তি ইসলামে দাখেল হইলেন।

সেই সময়ে মক্কায় রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবাগণকে অত্যন্ত নিপীড়ন করা হইতেছিল। এজন্য মদীনা-বাসিগণ তাঁহার নিকট দরখাস্ত করিল যে, তিনি মদীনায় আসেন। ফলে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম সাহাবাগণ সমেত মদীনায় হিজরত করিলেন। আবদুল্লাহ বিন্ উবাই ইব্নে সলুলের জন্য যে মুকুট তৈরী হইতেছিল, তাহা তৈরী হইল না। কারণ, তাঁহারা যখন উভয় জগতের বাদ্শাহ প্রাপ্ত হইলেন, অন্য বাদশাহের কোন প্রয়োজন রহিল না। আবদুল্লাহ বিন্ উবাই

ইব্‌নে সলুল যখন দেখিল যে, তাহার বাদশাহ হওয়ার যাবতীয় সম্ভাবনা দূর হইতে চলিয়াছে, তখন তাহার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল এবং যদিও বাহ্যিকভাবে মুসলমানগণের সঙ্গে মিশিল, কিন্তু সর্বদাই ইসলামে বাধার সৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু এখন সে কিছু করিতে পারিত না। এজন্য তাহার হৃদয়ে যদি কোন আগ্রহ জন্মিতে পারিত তবে তাহা ইহাই ছিল যে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের ওফাতের পর সে মদীনার বাদশাহ হইবে। কিন্তু খোদা-তাআলা তাহার এই সঙ্কল্পও পণ্ড করিলেন। কারণ তাহার পুত্র একান্তই 'মুখলিস্' ও অকপট মুসলিম ছিলেন। ইহার অর্থ ছিল সে বাদশাহ হইলেও তাহার পর রাষ্ট্র আবার ইসলামের নিকট ফিরিয়া যাইবে।

এই ছাড়াও খোদা-তাআলা তাহাকে এভাবেও ব্যর্থ করেন যে মুসলমানগণের মধ্যে যেই একটি নূতন 'নেযাম' (ব্যবস্থা) দৃঢ়ভাবে প্রবর্ত্তিত হইল, তাঁহারা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নিকট নানা প্রকার সমস্যার সমাধান চাহিতে থাকেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইসলামী হুকুমত পদ্ধতি কি হইবে? তাঁহার (সাঃ) পর ইসলামের কি হইবে? তখন মুসলমানগণের কি করিতে হইবে? আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই ইব্‌নে সলুল যখন এই অবস্থা দেখিতে পাইল, তখন সে ভয় পাইতে লাগিল। এখন ইসলামের হুকুমত যে গঠন ও রূপ ধারণ করিবে, তাহাতে তাহার কোনই অংশ থাকিবে না। সে এই অবস্থাগুলি রোধ করিতে চাহিল। এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার পর সে দেখিতে পাইল, যদি ইসলামী রাষ্ট্রকে ইসলামী মূলনীতি সমূহের উপর কেহ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তবে তিনি কেবল মাত্র আবু বকর এবং রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পর মুসলমানগণের দৃষ্টি তাঁহারই উপর পড়িত এবং তাঁহারা তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত জ্ঞান করিতেন। সুতরাং সে তাহার মঙ্গল ইহাতেই দেখিল যে তাঁহার কুখ্যাতি জন্মায় এবং লোক চক্ষে তাঁহাকে হেয় করে। এই দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার সুযোগ সে পাইল হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এক যুদ্ধে পিছনে থাকিয়া যাওয়ার ব্যাপারে। ইহা নিয়া দুরাত্মা তাঁহার উপর একটি নেহাৎ গর্হিত অপবাদ সৃষ্টি করিল। কোরআন করিমে তো ইশারায় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু হাদিস সমূহে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ বিন্ উবাই ইব্‌নে সলুলের ইহাতে এই উদ্দেশ্য ছিল যে এই প্রকারে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) জন চক্ষেও নীচ হইবেন, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সহিত তাঁহার সম্পর্কও নষ্ট হইবে এবং সেই 'নেযাম' (ব্যবস্থা) কায়েম হইতে পারিবে না, যাহা প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাহার নিকট সুনিশ্চিত ছিল এবং যাহা কায়েম হইলে পর তাহার যাবতীয় আশা আকাঙ্খা চুরমার হইত।

মুসায়লামা কায্‌যাব

রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পর হুকুমতের স্বপ্ন শুধু আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই-ই দেখিতেছিল না, আরও ব্যক্তিগণ এই রোগে ভুগিতেছিল। দৃষ্টান্তস্থলে, মুসায়লামা কায্‌যাব সম্বন্ধেও হাদিস সমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, সে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে তাহার সঙ্গে একলক্ষ সিপাহী আছে, সে চায় তাহার দলবল সহ তাঁহার (সাঃ) নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম বলিলেন যে ইস্‌লামে 'ছোট বড়' বৈষম্য নাই,— সত্যকে বুঝিয়া থাকিলে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। সে বলিল, "আমি দীক্ষা নিতে প্রস্তুত, কিন্তু একটি সর্ত্ত আছে।" আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) বলিলেন, "উহা কি?" সে বলিল,

"আমার সর্ত্ত এই ঃ আপনি তো আরবের বাদশাহ্ হইয়াছেন। আমার জাতি আরবের সকলের চেয়ে ক্ষমতাশালী জাতি। এজন্য আমি আপনার নিকট হইতে এই সর্ত্তে দীক্ষা গ্রহণ করিব যে, আপনার পর আমি আরবের বাদশাহ্ হইব।" রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের হাতে তখন একটি খেজুরের শাখা ছিল। তিনি মুসায়লামাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি তো বলিতেছ যে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ তাঁহার পরে তোমাকে খলিফা নিয়োগ করিলে তুমি তাঁহার নিকট দীক্ষা নিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি তো খোদার হুকুমের বিরুদ্ধে তোমাকে এই খেজুরের ডালাটিও দিতে প্রস্তুত নই।" ইহাতে সে অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল এবং তাহার সমগ্র দলবল লইয়া শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইল।

খেলাফত নিয়া ঈর্ষা ও অপবাদ

সুতরাং, মুসায়লামা কায্যাবও রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পর বাদশাহত লাভের আকাঙ্খা করিত। আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই ইব্নে সলুলেরও এই অবস্থাই ছিল। মুনাফেক তাহার মৃত্যুকে সর্বদা দূরে মনে করে এবং অন্যের মৃত্যু সম্বন্ধে অনুমান করিতে থাকে। এই জন্য আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই ইব্নে সলুলও তাহার মৃত্যুকে দূরে মনে করিত। সে জানিত না যে, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের জীবদ্দশায়ই সে দারুণ কষ্ট করিতে করিতে মরিবে। সে এই কল্পনা করিত যে, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের ওফাতের পর সে বাদশাহ্ হইবে। কিন্তু সে এখন দেখিতে পাইল যে, আবু বকর (রাযিঃ)র সাধুতা, ধর্ম্মশীলতা (তাকওয়া) এবং শ্রেষ্ঠত্ব মুসলমানগণের স্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছে যখন রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম নামাযে আসেন না, তখন আবু বকর (রাযিঃ) তাঁহার স্থানে নামায পড়ান। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নিকট কোন ধর্মীয় মিমাংসা বা ফাৎওয়া জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ না হইলে মুসলমান আবু বকর রাযিআল্লাহু আন্হুর নিকট জিজ্ঞাসা করেন। ইহা দেখিয়া আবদুল্লা বিন্ উবাই ইব্নে সালুল ভবিষ্যতে বাদশাহত লাভের আশা করিতেছিল বলিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল সে ইহার প্রতিকার চাহিল। ইহারই প্রতিকারার্থে এবং হযরত অবু বকর রাযিআল্লাহু আন্হুর খ্যাতি ও প্রাধন্য মুসলমানগণের দৃষ্টি হইতে হ্রাস করিবার জন্য সে হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আন্হার উপর অপবাদ সৃষ্টি করিল, অপবাদ সৃষ্টি যাহাতে হওয়ায় রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের ঘৃণা জন্মে এবং ইহার ফলে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম এবং মুসলমানগণ যে সম্মানের চোখে আবু বকর (রাযিঃ)কে দেখেন, তাহা ম্লান হয় এবং তিনি খলিফা হওয়ার কোনই সম্ভাবনা না থাকে।

বস্তুতঃ, কোরআন করীমে আল্লাহ্-তাআলা ইহাই বলিয়াছেন,—

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ

অর্থাৎ, 'যাহারা হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আন্হার উপর অপবাদ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারা তোমাদেরই মধ্যকার 'মুসলমান' বলিয়া পরিচিত একটি দল ছিল। কিন্তু খোদা-তাআলা বলেন,

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

তোমরা মনে করিবে না যে, এই অপবাদ কোন কুফল জন্মাইবে। এই অপবাদও তোমাদের মঙ্গল ও উন্নতির কারণ হইবে। নেও, এখন আমরা খেলাফত সম্বন্ধে মৌলিক নীতিগুলি বলিতেছি এবং তোমাদিগকে ইহাও বলিতেছি যে, এই মুনাফেকগণ যতই জোর দিতে পারে দেউক, তাহারা অকৃতকার্য্য হইবে। আমি খেলাফত অবশ্যই কায়েম করিব। খেলাফত নবুওতের

একটি অংশ বিশেষ এবং ঐশী আলো সুরক্ষিত করিবার একটি উপায় বটে।

ঐশী শাস্তি

অতঃপর, বলিয়াছেন ঃ

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ

"অপবাদ আনয়ন কারীদের মধ্যে যে যেমন পাপার্জ্জন করিয়াছে, তেমনি 'আযাব' সে পাইবে।" বস্তুতঃ, যাহারা অপবাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাহাদের প্রত্যেকেই ৮০ বেত্রাঘাত প্রাপ্ত হইল। অতঃপর, খোদা-তাআলা বলেন

وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি যে সর্বাপেক্ষা দুষ্ট এবং সমগ্র ফেৎনার স্রষ্টা ছিল, অর্থাৎ আব্‌দুল্লাহ্ বিন্ উবাই ইব্‌নে সলুলকে আমরা শুধু বেত্রাঘাতই দেওয়াইব না, নিজেও 'আযাব' দিব।" বস্তুতঃ, এই ভয় প্রদর্শন অনুসারে তাহাকে বেত্রাঘাতের সাজাও দেওয়া হয়। ('সিরতুল্ হলবিয়া', ২য় জেলদ, ৩১৮ পৃঃ) তারপর, আল্লাহ্-তাআলার তরফ হইতে সে সাজা পাইয়াছিল এবং রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের জীবন সময়েই অতি কষ্টে মরিল। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাযিঃ) খলিফা হইয়াছিলেন।

আরো আযাব

অমনি তো সে এই 'আযাব' আরো এক ভাবে পাইয়াছিল। বনু মুস্তালিক যুদ্ধে কোন সামান্য কথা নিয়া যখন আনছার এবং মুহাজেরগণের মধ্যে একটা বিবাদ ঘটিয়াছিল, তখন আব্‌দুল্লাহ্ বিন্ উবাই ইব্‌নে সলুল সর্বদা এই প্রকার সুযোগের অপেক্ষায় থাকিত বলিয়া আন্‌সারগণকে উস্কানী স্বরূপে বলিয়াছিল, "হে আন্‌সারগণ, ইহা তোমাদেরই ভ্রান্তির ফল। তোমরা মুহাজেরীনদিগকে আশ্রয় দিয়াছ এবং এখন তাহারা তোমাদের মাথার উপর উঠিয়াছে। তোমরা আমাকে মদীনা পৌঁছিতে ও। সেখানকার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বক্তা, অর্থাৎ সে নিজে মদীনার সর্বাপেক্ষা হীন ব্যক্তিকে, অর্থাৎ (নাউযু বিল্লাহ্) মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামকে সেখান হইতে বাহির করিবে।"

আব্‌দুল্লাহ্ বিন্ উবাই ইব্‌নে সলুলের পুত্র একজন অত্যন্ত মুখলিস মুসলমান যুবক ছিলেন। তিনি এই কথাগুলি শুনিয়া অস্থির হইয়া দৌড়াইয়া যাইয়া রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নিকট বলিলেন, "রসুলুল্লাহ, আমার পিতা এই প্রকার কথা বলিয়াছেন। আমার মনে হয়, এই প্রকার কথার শাস্তি মৃত্যু দণ্ড ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না। আমি শুধু এইটুকুই আবেদন করিতে চাই যে, আপনি আমার পিতাকে হত্যা করিবার আদেশ দিলে এই আদেশ অন্য কাহাকেও না করিয়া আমাকেই করিবেন, যাহাতে এমন না হয় যে, অন্য কোন ব্যক্তি ইহাকে বধ করিলে পরে কোন সময় তাহাকে দেখিয়া আমার উত্তেজনার উদ্রেক হওয়ায় আমি তাহাকে আক্রমণ করি।" রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম বলিলেন, "আমি তাহাকে কোন সাজা দিতে চাহি না। আমি তোমার পিতার প্রতি নরম ও সদয় ব্যবহারই করিব।"

এখন, যদিও রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম তাহাকে কোন শাস্তি দেন নাই, কিন্তু তাহার পুত্রের হৃদয় এই শোকে দগ্ধ হইতেছিল যে, তাহার পিতা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সম্বন্ধে এইরূপ অশ্লীল এবং নাপাক শব্দগুলি কেন ব্যবহার করিয়াছে। পুত্র স্থির করিলেন যে, পিতা হইতে ইহার প্রতিশোধ নিবেন। বস্তুতঃ, ইসলামী সৈন্য

বাহিনী মদীনার নিকটে পৌছিলে পুত্র তাড়াতাড়ী সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মদীনার দরোজায় উন্মুক্ত তরবারী নিয়া দাঁড়াইলেন এবং পিতাকে বলিলেন, "খোদার কসম, আমি তোমাকে সেই পর্যন্ত সহরে প্রবেশ হইতে দিব না, যে পর্যন্ত তুমি একথা স্বীকার না কর যে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলোইহে ওসাল্লাম মদীনার সর্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং আপনি মদীনার সর্বাপেক্ষা নীচ ব্যক্তি। যদি আপনি ইহা স্বীকার না করেন, তবে আমি এই তরবারি দিয়া আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিব।" আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই ইব্নে সলুল তাহার পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া ভীত হইল এবং মদীনার দরোজায় দাঁড়াইয়া বলিল, "হে লোকগণ, শোন, আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি মদীনার সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি।" সে এই কথা বলিবার পর তাহার পুত্র তাহাকে পথ ছাড়িয়া মদীনায় প্রবেশ করিতে দিল। বস্তুতঃ, ইহাও ছিল একটি 'আযাব', যাহা খোদা-তাআলা নিজেই তাহার পুত্রের দ্বারা তাহাকে দেন।

আয়েত 'নূর'

এই অপবাদ এবং আবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই ইব্নে সলুলের দুষ্টতা বর্ণনা করিবার পর, যাহা সে খেলাফতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আনহার উপর অপবাদ আনিয়াছিল, আল্লাহ্-তাআলা বলেন,

اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُورِهٖ كَمِشْكٰوةٍ
فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا
كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ -

"আল্লাহ্-তাআলা আকাশ-মালা ও পৃথিবীর আলো" কিন্তু তাঁহার আলোকের পূর্ণতা সম্পাদনের উপায় হইতেছে 'নবুওত'। অতঃপর ইহা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করিবার এবং ইহাকে দীর্ঘ অপেক্ষা দীর্ঘ সময় ব্যাপী কায়েম রাখিবার কোন উপায় থাকিলে, তাহা হইতেছে 'খেলাফত'। অন্য কথায় 'নবুওত' একটি চিমনি, যাহা ইহাকে ঝটিকা প্রবাহ হইতে রক্ষা করে এবং খেলাফত একটা 'রিফ্লেক্টার' বিশেষ, যাহা ইহার আলোক দূরে প্রসারিত করে। সুতরাং, এই সকল মুনাফেকের চেষ্টা চরিত্রের কারণে সেই মহান উপায়কে নষ্ট হইতে দেওয়া হইবে না, বরং খোদা-তাআলা তাঁহার আলোককে দীর্ঘ সময় ব্যাপী পৃথিবীতে কায়েম রাখিবার জন্য ইহার উপকরণ সরবরাহ করিবেন।

পরবর্ত্তী আয়াতে 'ঐশী আলোর গৃহ'

এই কথার আরও প্রমাণ, অর্থাৎ আলোচ্য আয়েতে যে আলোর কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যে খেলাফতেরই আলোক, পরবর্ত্তী আয়েতগুলিতে পাওয়া যায়। সেখানে আল্লাহ্-তাআলা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন যে, এই আলো কোথায় আছে? আল্লাহ্-তাআলা বলেন, "ফি বুয়ুতিন্" খেলাফতের এই আলো কোন কোন গৃহে পাওয়া যায়। নবুওতের আলো তো শুধু এক গৃহে ছিল। কিন্তু খেলাফতের আলো এক গৃহে নয়, "ফি বুয়ুতিন্"—'কতিপয় গৃহে' আছে। তারপর বলিয়াছেন, "আযেনাল্লাহু আন্ তুরফাআ" – সেই গৃহগুলিকে এখন ক্ষুদ্র মনে করা হয়, কিন্তু খোদা-তাআলা স্থির করিয়াছেন যে, তিনি ঐ গৃহগুলিকে উচ্চ করিবেন। কারণ নবুওতের পর 'খেলাফত' সেই পরিবারকেও উচ্চ করিয়া থাকে, যাহার কোন ব্যক্তি বিশেষ খেলাফত পদ লাভ করেন। এই আয়েত শিক্ষা দিয়াছে যে, এখানে আল্লাহ্-তাআ-

লার উদ্দেশ্য খেলাফতের আলো বর্ণনা করা এবং ইহা জানান যে, 'নবুওতের আলো' এবং 'উলুহিয়তের আলোর' সহিত 'খেলাফতের আলো' সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট। ইহাকে লোপ করা অপর দুইটি আলোকের বিলোপ সাধন বটে। সুতরাং, খোদা-তাআলা বলেন যে, তিনি ইহাকে লোপ হইতে দিবেন না। এই আলোক তিনি কতিপয় গৃহের দ্বারা প্রদর্শন করিতে থাকিবেন, যাহাতে 'নবুওতের আলোর যুগ' এবং উহার সহযোগীতায় ঐশী আলো প্রকাশের সময় দীর্ঘ হয়।

বস্তুতঃ, খেলাফত প্রথমে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট গিয়াছিল। তারপর, হযরত উসমান (রাঃ) এর নিকট গিয়াছিল। তারপর হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়। কারণ, খোদা-তাআলা এই স্থির করিয়াছিলেন যে, এই সকল গৃহকে উচ্চ করিবেন। 'তুরফাআ' (تُرْفَعَ) শব্দ জানাইতেছে যে, অপবাদদাতাগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাহারা এই গৃহগুলিকে নীচু করিবে এবং উহাদিগকে লোকের দৃষ্টিতে হীন করিবে। কিন্তু খোদা-তাআলার ফয়সলা ছিল, তিনি ইহাদিগকে উচ্চ করিবেন। যখন খোদা-তাআলা কাহাকেও সম্মানিত করিতে চান, তখন আবার কাহারো অপবাদ দেওয়ায় আসে যায় কি ?

সুরাহ্ নূরের সাম্পূর্ণিক অন্বয় তত্ত্ব

এখন দেখ, 'সুরাহ্ নূরে' প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কি প্রকারে একই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে সেই অপবাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, যাহা হযরত আয়েশার (রাঃ) উপর আরোপ করা হয়। হযরত আয়েশার উপর অপবাদ দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে অবমানিত করা এবং রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সহিত তাঁহার যে সকল সম্বন্ধ আছে, তাহা খারাপ করা। ফলে, মুসলমানগণের চোখে তাঁহার সম্মানের হানি করা, যেন তিনি রসুল করিম (সঃ আঃ) ওফাতের পর খলিফা না হইতে পারেন। কারণ, অবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই ইব্‌নে সলুল অনুভব করিতে পারিয়াছিল যে, রসুল করীম (সঃ আঃ) পরে মুসলমানগণের দৃষ্টি কাহারো উপর পড়িলে, আবু বকর রাযিআল্লাহু আন্‌হুর উপরই পড়ে। যদি আবু বকরের দ্বারা খেলাফত কায়েম হয়, তবেআবদুল্লাহ্ বিন্ উবাই ইব্‌নে সলুলের বাদশাহীর স্বপ্ন কখনো সফল হইবে না। এই জন্য আল্লাহ্-তাআলা এই অপবাদের অব্যবহিত পরেই খেলাফতের কথা বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে খেলাফত বাদশাহত নয়, ইহা ঐশী আলো কায়েম রাখিবার একটি উপায় বিশেষ। এজন্য ইহাকে কায়েম রাখার বিষয় আল্লাহ্ তাআলা স্বহস্তে রাখিয়াছেন। ইহা নষ্ট হওয়া, নবুওতের আলো এবং উলুহিয়তের আলো নষ্ট হওয়া। সুতরাং তিনি এই আলো অবশ্যই কায়েম করিবেন এবং যাহাকে চাহিবেন খলিফা করিবেন। বরঞ্চ তিনি ওয়াদা করিতেছেন যে, মুসলমানগণের মধ্যে একজনকেই নয় বহু ব্যক্তিকে খেলাফতের উপর কায়েম করিয়া এই আলোর সময়কে দীর্ঘ করিবেন। তোমরা অপবাদ দিতে চাহিলে নিঃসন্দেহে তাহা কর। তোমরা খেলাফত লোপ করিতে পারিবে না। আবু বকরকেও (রাযিঃ) খেলাফত হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। কারণ, 'খেলাফত' এক আলো। ইহা আল্লাহ্‌র আলো প্রকাশের একটি উপায়। মানুষ তাহার চেষ্টা চরিত দ্বারা কোথায় ইহা লোপ করিতে পারে ?

দেখ, এই ব্যাখ্যা দ্বারা 'সুরাহ্ নূরের' সমুদয় আয়াতের পারস্পরিক অন্বয় কিরূপে স্থাপিত হয় এবং কি প্রকারে প্রথম চারি রুকুর বিষয়ের অন্বয় 'আল্লাহু নূরুস্ সামাওয়াতে ওয়াল্ আর্‌যে' ও ইহার পরবর্ত্তী আয়াতগুলির সহিত স্থাপিত হয় এবং সমগ্র সুরাহ্‌র অর্থ আয়নার ন্যায় সম্মুখে উপস্থিত হয়।

সুতরাং, খেলাফত একটি ঐশী পুরস্কার। কেহ ইহাতে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। ইহা খোদা-তাআলার 'নূর' কায়েম করিবার একটি উপায়। যে ইহা লোপ করিতে চায়, আল্লাহ্-তাআলার আলো লোপ করিতে চায়। অবশ্য ইহা একটি প্রতিশ্রুতি একটি ওয়াদা। নিশ্চয়ই ইহা পূর্ণ করা হয়। কিন্তু ইহার সময়ের দৈর্ঘ মুমেনগণের এখলাসের আন্তরিকতার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ।

প্রাচ্য প্রতিচ্য ভেদ লঙ্ঘন

তারপর বলেন 'লা সার্‌কিয়াতিন্ ওলা গার্‌-বিয়াতিন্' – 'ইহা প্রাচ্যেরও নয় প্রতীচ্যেরও নয়'। আরবী ভাষার রীত্যানুযায়ী 'শার্‌কী বৃক্ষ' উহাকে বলে, যাহার উপর সূর্য্য কিরণ শুধু পূর্বদিক হইতে পতিত হয় এবং পশ্চিম দিকে কোন দেওয়াল বা বৃক্ষের আড়াল বশতঃ পতিত হয় না। তারপর 'গারবী বৃক্ষ' বলা হয় যে বৃক্ষের উপর সূর্য্য কিরণ শুধু পশ্চিম দিক হইতেই পড়ে, পূর্ব দিক হইতে পড়ে না। ইহাতে এক তো বলা হইয়াছে যে, ইসলামী শরীয়ত (ধর্ম্ম ব্যবস্থা) এক বিশ্ব জনীন শিক্ষা বহন করে। ইহা শুধু প্রাচ্য দেশবাসীদের জন্যই বিশিষ্ট নয় এবং প্রতীচ্যগণের জন্যও নয়। ইহাতে সর্ব জাতি সর্ব সময় এবং বিশ্ব মানব জাতির জন্য উন্নতির দরোজা খোলা আছে। সুতরাং, পৃথিবীবাসী শুধু এই অবস্থায়ই শান্তিতে বাস করিতে পারে, যদি তাহারা কোরআনের শিক্ষার উপর আমল করে। তারপর, ইহাতে এদিকেও ইশারা রহিয়াছে যে, খেলাফতের নির্বাচনে প্রাচ্য প্রতীচ্যের প্রতি লক্ষ্য করিবে না-- মুসলমানগণের মধ্যে যিনিই উপযুক্ত তাঁহাকেই খলিফা করিবে।

আলোক সমষ্টি

'ইয়াকাদু যাইতুহা ইয়ুযিয়ু ও লাউ্ লাম্ তাম্ সাস্হু নারুন।' তারপর, এই তৈল এমনি দাহ্য যে, অগ্নি স্পর্শ ছাড়াই প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাকে অগ্নি প্রদর্শন করা হইলে, 'নূরুন্ আলা নূর' 'আলোক সমষ্টি' হইয়া পড়ে। অর্থাৎ, এই শিক্ষা সর্বাঙ্গীন শিক্ষা। বিশুদ্ধ মানব প্রকৃতি ইহা গ্রহণার্থে আপনিই ইহার দিকে দৌড়ায়। কিন্তু খোদা-তাআলার কোন পথ প্রদর্শকও যদি আবির্ভূত হন এবং ইল্‌হাম-ইলাহীর (ঐশীবাণীর) অগ্নিও ইহাকে স্পর্শ করে, তবে বিশুদ্ধ মানব প্রকৃতি এই শিক্ষার সহিত সম্মিলিত হইয়া এবং নবীর সংসর্গের উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া জগতকে আলোকিত করে। এই আলো মানুষের পরিশ্রমের ফলে পাওয়া যায় না—খোদা তাআলার অনুগ্রহে পাওয়া যায়। তিনি যাহাকে ইচ্ছাদেন এবং আল্লাহ্-তাআলা মানুষের উপকারার্থে সর্বদা তাঁহার ধর্ম্মের বিস্তৃত জ্ঞান বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্-তাআলা সব কথাই খুব জানেন। *

---

* হযরত আমীরুল্ মুমেনীন খলিফাতুল্ মসিহ্ সানী আইয়্যেদাহুল্লাহু-তাআলা প্রণীত 'তফসীর কবীর' হইতে সঙ্কলিত।

[১৯২১ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী, হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী আইয়্যেদা-হুল্লাহু-তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত কোরআন করিমের দরস হইতে সংকলিত]

বাহ্যিকভাবে ল্যাম্পের দৃষ্টান্ত। কিন্তু সম্পূর্ণ টাই আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে প্রয়োজ্য। 'মিশ্‌কাত' (তাক বা কুলুঙ্গী) কি? মানুষের দেহ। ইহা তাকের ন্যায় বা গ্লোবের ন্যায় ইহার মধ্যে ল্যাম্প থাকে। ল্যাম্পের কাজ হইল সমগ্র আলোক একত্রিত করিয়া সম্মুখের দিকে বাহির করা। সেইরূপ মানুষের দেহে বহু পথ আছে। যেমন, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, এবং আরো কতিপয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি গুলি বাহিরে আসে। সঙ্কীর্ণ পথগুলি অতিক্রম করিয়া বাহির হয় বলিয়া অত্যন্ত তেজস্কর হইয়া থাকে। সুতরাং, মানুষের দেহ তাক সদৃশ। ইহা আত্মিক শক্তিগুলিকে নিরাপদে রাখিয়া এক নিয়মে চালিত করে। ইহাতে 'মিস্‌বাহ' (প্রদীপ) ঐ শক্তি, যাহা মানুষকে আলোকিত করে এবং খোদার সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপন করে। উহা 'যুজাজার' মধ্যে অর্থাৎ আরো এক চিমনি মধ্যে রক্ষিত। সে জন্য উহা নষ্ট হয় না। বরং উহার শক্তি আরো বাড়ে। আমার মতে 'যুজাজা' মানব মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী। তারপর 'যুজাজা' (মস্তিষ্ক) কোন সাধারণ জিনিষ নয়। ইহা এমন উজ্জ্বল যে, দার্শনিক ইহার প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করেন, বলেন যে, ইহাই আলো দেয়। অথচ, প্রকৃত আলোক সতন্ত্র। উহা ইহার মধ্যে থাকে। উহা এক প্রকার আশীষযুক্ত বৃক্ষ হইতে তৈল পায়। এই সত্যগুলি কাহারো নিজস্ব সম্পত্তি নয়— প্রাচ্যবাসীরও নয় প্রতীচ্যবাসীরও নয়। এগুলি মৌলিক সত্য।

এগুলি মানুষের প্রকৃতিতে নিহিত। এলহাম অবতীর্ণ না হইলেও প্রজ্জ্বলন-প্রিয়। কিন্তু প্রজ্জ্বলিত হয় না। যখন এদিকে এই শক্তিগুলি থাকে এবং ঐ দিকে খোদার আলোক উপস্থিত হয়, তখন 'আলোক সমষ্টিতে' পরিণত হয়।

এই জন্য তিন বিষয়ের প্রয়োজন। (১) দেহ ভাল থাকা চাই, স্নায়ুমণ্ডলী ঠিক থাকা চাই। (২) আত্মিক পরিচ্ছন্নতা চাই। (৩) পরম সত্যগুলি আপনার মধ্যে ফুটাইতে হইবে। উহাদের সঙ্গে মানুষ যখন ঐশী বাণীকে যোগ করে. তখন আবার আলোকিত হয় এবং পৃথিবীকে আলোকিত করে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, আধ্যাত্মিকতার জন্য দেহ ঠিক থাকার কত প্রয়োজন। অজ্ঞ ব্যক্তিরা হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত করে তিনি 'বাদাম তৈল' ব্যবহার করিতেন। কিন্তু এখানে ইহা প্রমাণিত হয় যে, দেহ রক্ষাও অত্যাবশ্যক। তারপর, স্নায়ুমণ্ডলী ঠিক থাকার প্রয়োজন। হযরত আক্‌দসের রীতি ছিল নিয়মিত ভাবে ভ্রমণ করিতেন। আমি ইহা ছাড়িয়া তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করি। এখন আবার ভ্রমণ আরম্ভ করায় বহু উপকার হইয়াছে।

বহু ব্যক্তির আধ্যাত্মিকতা (রুহানিয়ত) এজন্য বিনষ্ট হয় যে, তাহারা দৈহিক ও আধ্যাত্মিক কাজ স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে। অথচ ইহারা পৃথক নয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, ইমান। ইহাও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক নহে। কারণ, ইমান প্রত্যয়কে বলে। এখন, যদি মস্তিষ্ক ঠিক না থাকে, তবে উহাতে সঠিক প্রত্যয় জন্মিতে পারে না। এই প্রকার মানুষ এখন এক কথা বলিবে —তখন অন্য কথা বলিবে, যেমন পাগলের হয়। পাগলের মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং স্নায়ুমণ্ডলীতে দোষ ঘটায় আপনাকে একটা হইতে অন্যটা মনে করে। তাহার এই অবস্থায় সে গুণাগার না হইলেও আধ্যাত্মিকতা (রুহানিয়ত) হইতে বঞ্চিত থাকে। ইহা হইতে জানা যায়, দৈহিক অবস্থা ভাল থাকারও আধ্যাত্মিকতার সহিত অতি বড় সম্বন্ধ আছে।

কিছু দিন হইল আমি স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম যে, আমি এক ব্যক্তির সহিত পৃথক হইয়া কথা বলিতেছি। তাহার উপর কোন বিপদ উপস্থিত। এজন্য তাহার চিত্তরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছি। ইতিমধ্যে এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। আমাকে অন্য ব্যক্তির দিকে নিবিষ্ট দেখিয়া এজন্য তাঁহার ভাল বোধ হইল না যে, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করা হইতেছে না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "দেখুন, ব্যক্তি নিয়া জমাত হয়। যদি ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখা না হয় এবং ব্যক্তি গঠিত নষ্ট হয়, তবে জমাত ধ্বংস হয়।" তারপর, আমি তাহাকে বলিলাম, দৈহিক ব্যবস্থার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার সহিত। এ সম্পর্কে বলিতে গিয়া আমি এ পর্য্যন্ত বলিলাম যে কোন কোন বিষয়— যাহা সাধারণ লোকের জন্য গুণাহ নয়— তাঁহাদের জন্য গুণাহ হইয়া পড়ে, যাঁহারা রুহানিয়তে উন্নতি করেন। দৃষ্টান্তস্থলে, এক 'লোক্‌মা' অতিরিক্ত খাওয়াও গুণাহ হইয়া পড়ে। তাঁহাদের নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না করাও গুণাহ।

বস্তুতঃ, দেহের সহিত আত্মার নিবিড় সম্বন্ধ। হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ আওউয়াল (রাযিঃ) একথার উপর বিশেষ জোর দিতেন যে, ধর্ম্মনেতা এবং ইমামগণের নিশ্চয়ই চিকিৎসা বিদ্যা জানা থাকা উচিত। আমি ইহা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শুনিতাম। কিন্তু এখন জানিতে পারিয়াছি যে, ইহা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। নবীগণেরও চিকিৎসা বিদ্যায় দক্ষতা থাকে। রসুল করিম সাল্লাল্লহু আলাইহে ওসাল্লাম চিকিৎসা বিদ্যা জানিতেন। লোকে 'তিব্বে নবুয়ী'' নামে বহু পুস্তক তৈরী করিয়াছে। যদিও তাহাতে কৃত্রিম ব্যবস্থা পত্রগুলিও আছে, কিন্তু সত্য ব্যবস্থা পত্রও আছে, যাহা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম বলিয়াছেন।

হযরত মসিহ্ মাউ্উদ আলাইহেস সালামও চিকিৎসা বিদ্যা জানিতেন।

ইমাম এবং ধর্ম্ম-নেতাগণেরও জানা অত্যাবশ্যক, যাহাতে তাঁহারা এমন কোন কথা কাহাকেও শিক্ষা না দেন, যাহার ফলে তাহার শারীরিক অনিষ্ট হইতে পারে এবং দেহের সহিত আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় আত্মার উপরও প্রতিক্রিয়া হয়।

আমাকে আল্লাহ্-তাআলা আত্মা ও দেহ সম্বন্ধে অত্যন্ত বিস্তৃত জ্ঞান দিয়াছেন। কিন্তু সকলেই তাহা বুঝিতেও পারে না এবং এখন বলিবারও সময় নাই।

●

আল্লাহ্ পৃথিবী ও আকাশ-রাজির আলো *

সাধারণ ঐশী কৃপা

খোদা আকাশ ও পৃথিবীর আলো। অর্থাৎ, উর্দ্ধে ও অধঃদিকে যত আলোক দেখা যায় তাহা আত্মার মধ্যে হউক, দেহ সমূহে হউক, মৌলিক গুণ স্বরূপে হউক, অমৌলিক গুণরূপে হউক, বাহ্যিক হউক, আভ্যন্তরীণ হউক, মানসিক হউক, কিম্বা

*হযরত মসিহ্ মাউদ আলাইহেস্ সাল্লাম প্রণীত 'বারহানে আহ মদীয়া', রাবওয়া সংস্করণ, ১৮১ ১৮৮ পৃঃ হইতে অনুদিত।

জড় বিষয়ক হউক, তাঁহারই কৃপার দান। ইহা একথার প্রতি সঙ্কেত করিতেছে যে, মহামান্য বিশ্ব প্রতিপালকের সাধারণ দান প্রতি বস্তুতে বিরাজমান। কিছুই তাঁহার দান হইতে বঞ্চিত নয়। তিনিই যাবতীয় আশীষের প্রস্রবন। যাবতীয় আলোর মৌলিক কারণ এবং যাবতীয় মূল কৃপার উৎস তিনি। তাঁহার সত্বা প্রকৃত। সমগ্র বিশ্বের স্থিতি-দাতা, অধঃ উর্ধ সকলেরই আশ্রয় তিনি। তিনি প্রত্যেক জিনিষকে অনস্তিত্ব আলয়ের আঁধার হইতে বাহিরে আনিয়াছেন এবং অস্তিত্বের মহাবস্ত্র দান করিয়াছেন। তিনি ছাড়া এমন কোন অস্তিত্ব নাই, যাহা স্বীয় সত্তায় স্বয়ং বিদ্যমান, অনাদি, অনন্ত ও চির, কিম্বা তাঁহার নিকট হইতে কল্যাণপ্রাপ্ত নয়। বরং, মৃত্তিকা, গগণরাজি, প্রাণী, প্রস্তর বৃক্ষ, আত্মা ও দেহ সবই তাঁহার কল্যাণে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। এই তো সাধারণ দান। ইহাই (আল্লাহ্ পৃথিবী ও আকাশ রাজির আলো— সঃ আঃ) আয়েতে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই দানই বৃত্ত স্বরূপে প্রতি বস্তুকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। ইহা পৌঁছার জন্য কোন যোগ্যতা সর্ত্ত নায়।

বিশেষ ঐশী কৃপা

কিন্তু ইহার মুকাবিলায় তাঁহার একটি বিশেষ দানও আছে। উহার বহু সর্ত্ত আছে এবং ঐ সমুদয় বিশেষ ব্যক্তিগণের উপর কল্যাণ স্বরূপে অবতীর্ণ হয়, যাহাদের মধ্যে উহা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা ও শক্তি থাকে— অর্থাৎ, পূর্ণাত্মা আম্বিয়া আলাইহি ওসাল্লামের উপর। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত যাবতীয় আশীষের সমষ্টি হইলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম। অন্যদের উপর কখনো হয় না। এই দান একটি অতি সূক্ষ্ম সত্য এবং নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহের এক জটিল বিষয়।

বিশেষ দান ও খাতামুল-আম্বিয়া আলোক তত্ত্ব

এই জন্য খোদাওন্দতাআলা প্রথমে সাধারণ দান (যাহা স্বতঃ সিদ্ধ স্বরূপে প্রকাশিত) বলিবার পর সেই বিশেষ দানকে হযরত খাতামুল্ আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের— আলোক তত্ত্ব প্রকাশার্থে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা এই আয়েত হইতে শুরু হইয়াছে—

مَثَلُ نُورِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ الخ

দৃষ্টান্ত স্বরূপে বর্ণনা করিবার কারণ, যাহাতে সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিতে কোন প্রকার কাঠিন্য বা জটিলতা না থাকে। কারণ, যৌক্তিক অর্থকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকৃতিতে বর্ণনা করায় স্বল্প বুদ্ধি ব্যক্তিগণও সহজে বুঝিতে সমর্থ হয়। আলোচ্য আয়াতগুলির অব-শিষ্টাংশের অনুবাদ এই—

"এই আলোর দৃষ্টান্ত (পূর্ণ-মানুষ পয়গম্বরের মধ্যে) একটি কুলুঙ্গীর ন্যায়" (অর্থাৎ, খোদার পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রসারিত বক্ষ) এবং "কুলুঙ্গীর মধ্যে একটি প্রদীপ" (অর্থাৎ আল্লার ওহি) এবং "প্রদীপ একটি অত্যন্ত স্বচ্ছ চিমনির মধ্যে আছে" (অর্থাৎ, অত্যন্ত পবিত্র হৃদয়ে, যাহা হইতেছে আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর হৃদয়, যাহা উহার মৌলিক প্রকৃতিতে স্বচ্ছ, পরিষ্কার স্ফটিকের ন্যায় সর্ব্ব প্রকার অস্বচ্ছতা, মলিনতা হইতে পবিত্র এবং আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছু হইতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র) এবং "স্ফটিক খণ্ড এমন পরিষ্কার, যেন ঐ নক্ষত্ররাজির মধ্যে একটি মহোজ্জল নক্ষত্র যাহা আকাশে মহাগৌরবে আলোক স্বরূপে বাহির হয় এবং 'উজ্জলতম নক্ষত্র' বলিয়া কথিত হয়" (অর্থাৎ, হযরত খাতামুল্ আম্বিয়ার হৃদয় এমন

পরিষ্কার যে উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ন্যায় মহাআলোকময়, যাহার আভ্যন্তরীণ আলো উহার বহিঃস্থ দেহে জলের ন্যায় বহিতেছে বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়)। "ঐ প্রদীপ জৈতুনের আশীষযুক্ত বৃক্ষ হইতে (অর্থাৎ, জৈতুন তৈলের দ্বারা) আলোকিত হইয়াছে" (আশীষযুক্ত বৃক্ষ দ্বারা জৈতুন বৃক্ষ বুঝায়। কল্যাণময় মুহাম্মদীয় ব্যক্তিত্ব, যাহা চরম নির্যাস স্বরূপে সর্ব প্রকার কল্যাণের সমষ্টি— যাহার আশীষ কোন দিক, স্থান এবং যুগের সহিত বিশিষ্ট নয়, সমগ্র মানুষ জাতির জন্য স্থায়ীত্ব স্বরূপে সর্বলৌকিক ও সর্বকালীন— কখনো শেষ হইবে না এবং আশীষযুক্ত বৃক্ষ প্রাচ্যেরও নয় প্রতিচ্যেরও নয়, (অর্থাৎ, পবিত্র মুহাম্মদীয় স্বভাবে কোন কিছুই অত্যধিক বা অত্যল্প নয়— পরম সাম্যময়, উৎকর্ষতম সামঞ্জস সহ সৃষ্ট; এবং এই যে বলা হইয়াছে যে, "সেই আশীষযুক্ত বৃক্ষের তৈলে যে ওহীর প্রদীপ জ্বালান হইয়াছে," 'তৈলের' দ্বারা বুঝায় আলোকময় মুহাম্মদীয় সূক্ষ্ম যুক্তি সহকারে স্বভাব-সিদ্ধ সম্যক উন্নত চারিত্রিক মাহত্মা, যাহা সেই সর্বান্তরীণ, পূর্ণ-পুষ্ট যুক্তির স্বচ্ছ প্রস্রবনে প্রতিপালিত এবং ওহীর প্রদীপ মুহাম্মদীয় সূক্ষ্মতায় প্রজ্জলিত এই অর্থে যে, এই সমুদয় উপযোগী সূক্ষ্মতার উপর ওহীর কল্যাণ অবতীর্ণ হয়। ওহী প্রকাশের হেতু ঐগুলিই ছিল। ইহাতে ইহাও সঙ্কেত নিহিত আছে যে, ওহীর কল্যাণ ঐ সমুদয় মুহাম্মদীয় সূক্ষ্মানুসারে হইয়াছিল এবং ঐ সমুদয় সাম্য ও সমঞ্জসের অবস্থা অনুসারেই প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহা মুহাম্মদীয় প্রকৃতিতে উপস্থিত ছিল।

ওহী প্রাপকের প্রকৃতির সহিত ওহীর সম্পর্ক

বিস্তৃতভাবে বিষয়টি এই। প্রত্যেক ওহীই নূতন অবতরণ পাত্রের প্রকৃতি অনুসারে অবতীর্ণ হয়। হযরত মুসা আলাইহেস্ সালামের স্বভাবে যেমন তেজস্বীতা ও ক্রোধ ছিল, তৌরীতও মুসীয় প্রকৃতি অনুযায়ী একটি তেজময় বিধান স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। হযরত মসীহ আলাইহেস্ সালামের স্বভাবে সহনশীলতা ও নম্রতা ছিল। সুতরাং, ইঞ্জীলের শিক্ষাও সহনশীলতা ও নম্রতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের স্বভাব শেষ সীমানার স্থির ধরণের ছিল। সব ক্ষেত্রেই সহন প্রিয় ছিল না, সব ক্ষেত্রেই মনোরঞ্জক ছিল না। বরং তাঁহার মোবারক তবিয়ত (প্রকৃতি) জ্ঞান মূলক উপায়ে ক্ষেত্র বিচার লক্ষ্য রাখিত। সুতরাং, কোরআন শরীফও এই সাম্য ও সমঞ্জস যুক্ত ধরণেই অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা কঠোরতা ও দয়া, ভীতি ও প্রেম, নম্রতা ও কর্কশতাকে একত্রীভূত করিয়াছে।

সুতরাং, এখানে খোদা-তাআলা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ফুরকানের ওহী-প্রদীপ এই আশীষ যুক্ত বৃক্ষ দ্বারা জ্বালান হইয়াছে। ইহা প্রাচ্যেরও নয়, প্রতিচীরও নয়। অর্থাৎ, মুহাম্মদীয় সাম্যপূর্ণ প্রকৃতি অনুযায়ী অবতীর্ণ হইয়াছে। মুসীয় প্রকৃতির ন্যায় এই প্রকৃতি কঠোরও নয়, ঈসবী প্রকৃতির ন্যায় নরমও নয়! ইহা কঠোরতা ও নম্রতা, রূঢ়তা ও ব্যৎসল্যের সমষ্টি। ইহা পূর্ণতম সাম্য ও সমঞ্জস প্রকাশক 'জালাল' (রুদ্রতা) এবং 'জামাল' (স্নিগ্ধতা) মধ্যে যোগ সাধক।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সাম্যময় মহান চরিত্র— যাহা সূক্ষ্ম যুক্তি সহ প্রকাশের তৈল ও ওহীর আলোক বটে— তৎসম্বন্ধে অন্য এক স্থানেও আল্লাহ্-তাআলা আঁ-হযরতকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন এবং তাহা এই :—

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (الجزو نمبر ٢٩)

অর্থাৎ, "হে নবী, তুমি এক মহান চরিত্র নিয়া

সৃষ্ট।" (৬৮:৫) অর্থাৎ, সাত্ত্বিকতায় তাঁহার যাবতীয় চরিত্র মাহাত্ম এমনি সাম্পূর্ণিক যে তদপেক্ষা অধিক অচিন্তনীয়। কারণ, আরবী ভাষার রীত্যানুসারে 'আযীম' শব্দ ঐ জিনিষের গুণ স্বরূপে ব্যবহৃত হয়, যাহার নিজস্ব সাম্পূর্নিক সৌন্দর্য থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে, যখন বলা হয় 'আযীম' বৃক্ষ, তখন ইহাই বুঝায় যে, যতখানি দীর্ঘ ও মোটা বৃক্ষ হইতে পারে, সমস্তই উহাতে আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, 'আযীম' ঐ জিনিষকে বলা হয়, যাহার মাহাত্ম ঐ সীমানায় পৌঁছে যে, তাহা ধারণার অতীত।

'খালক' ও 'খুল্‌ক্'

তারপর, কোরআন শরীফে 'খুল্‌ক' (خُلُق) শব্দ এবং অন্যান্য দর্শন গ্রন্থে শুধু মুখের প্রফুল্লতা, উত্তম মেলামেশা, কিম্বা নম্রতা, দয়া, অমায়িকতা (যেমন সাধারণ লোকেরা মনে করিয়া থাকে) বুঝায় না। বরং, 'খাল্‌ক' (خَلْق) 'ফাতাহ' সহ এবং 'খুল্‌ক' (خُلُق) 'যুম্' সহ দুইটি শব্দ। ইহারা পরস্পর বিপরীতার্থক। 'খাল্‌ক' ফাতাহ্ সহ বুঝায় 'বাহ্যিক আকৃতি,' যাহা মহামান্য আকৃতি দাতার নিকট হইতে মানুষ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা সেই আকৃতি, যাহা মানুষকে অন্য প্রাণীদের আকৃতি হইতে প্রভেদ করে। 'খুল্‌ক' 'যুম্ সহ বুঝায় আভ্যন্তরীণ আকৃতি— অর্থাৎ, 'আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্টগুলি,' যাহা মানুষের সত্তাকে মানবেতর সত্তা-গুলি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে।

মানুষ ও মানবেতর প্রাণী

সুতরাং, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব হিসাবে যতগুলি আভ্যন্তরীণ বিশেষত্ব পাওয়া যায় এবং মনুষ্যত্ব স্বরূপ বৃক্ষকে নিংড়াইয়া নিঃসৃত হওয়া সম্ভবপর, যাহা মানুষ এবং মানবেতর প্রাণীদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দিক দিয়া পার্থক্য প্রকাশ করে, একত্রে তৎ-সমুদয়ের নাম 'খুল্‌ক'। তারপর, মানুষের প্রকৃতির মূলে সাম্য ও সমঞ্জস রহিয়াছে এবং সর্ব প্রকার সীমাতি-ক্রম— অতিরিক্ত হ্রাস-বৃদ্ধি— যাহা অন্য প্রাণীদের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা হইতে মুক্ত। এজন্য ইহারই প্রতি আল্লাহ্-তাআলা সঙ্কেত পূর্ব্বক বলিয়াছেন :—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

(الجزو نمبر ٣٠)

("নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে উৎকৃষ্টতম সাম্য, সমঞ্জস দিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। ৯৫:৫ সঃ আঃ) এই জন্য 'খুল্‌ক' শব্দ দ্বারা কোন প্রকার নঞর্থক সঙ্কেতের বাহিরে বলা হইলে সর্বদা উত্তম চরিত্র বুঝায়; যে চরিত্র মাহাত্মগুলি মনুষ্যত্বের মূল, তাহা হইল সম্যক আভ্যন্তরীণ বিশেষত্ব, যাহা মানবাত্মায় পাওয়া যায়। যেমন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রখর বোধ-শক্তি, উজ্জ্বল মস্তিষ্ক, উত্তম রক্ষণ-শক্তি, উত্তম স্মৃতি, সংযম, লজ্জাশীলতা ধৈর্য সন্তোষ, নিরাশক্তি বৈরাগ্য, বীরত্ব, স্থৈর্য বিচার-শীলতা, গচ্ছিত বস্তু ও বিশ্বস্ততা রক্ষা, সত্যবাদিতা যথাস্থানে দান-শীলতা, যথাস্থানে ত্যাগ, যথাস্থানে কৃপা, যথাস্থানে পৌরুষেয়তা, যথাস্থানে সাহসিকতা, যথাস্থানে উচ্চা-ভিলাস, যথাস্থানে গাম্ভীর্য্য, যথাস্থানে সহনশীলতা, যথাস্থানে সাহায্যকারিতা, যথাস্থানে বিনয়, যথাস্থানে সম্মান, যথাস্থানে স্নেহ-বাৎসল্য, যথাস্থানে দয়া-দাক্ষিণ্য, ঐশী-ভয়, ঐশী-প্রেম, আল্লাহ্ পরায়ণতা, আল্লাহর প্রতি মনোযোগ, প্রভৃতি।

তৈলের স্বচ্ছতা

"তৈল এমন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ যে অগ্নি ছাড়াই প্রজ্জ্বলিত হওয়ার্থে প্রস্তুত" (অর্থাৎ, যুক্তি এবং সম্যক চরিত্র মাহাত্ম ঐ নিষ্কলঙ্ক নবীর এমনি সাম্পূর্নিকতা

সম্পন্ন সমঞ্জস, সাম্য, সূক্ষ্ম ও উজ্জ্বল আলোকময় যে, এল্‌হামের পূর্ব্বেই আপনাআপনি প্রদীপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল)।

"নূরুন্-আলা নূর"

"আলোক কল্যাণকর হইল আলোকের উপর" (অর্থাৎ হযরত খাতামুল্ আম্বিয়ার ব্যক্তি মধ্যে বহু আলোক একত্রিত ছিল বলিয়া ঐ সমুদয় আলোক-মালার উপর আরো একটি আকাশীয় আলোক - আল্লাহ্‌র ওহী অবতীর্ণ হইল। ঐ আলোক অবতীর্ণ হওয়ায় খাতামুল্-আম্বিয়ার ব্যক্তিত্ব আলোকমালার সমাহার হইল। সুতরাং, ইহাতে এই সঙ্কেত করা হইয়াছে 'ওহীর আলোক' অবতরণের ইহাই নিগূঢ় দর্শন তত্ত্ব যে, উহা আলোকের উপরই অবতীর্ণ হয়। আঁধারের উপর অবতীর্ণ হয় না। কারণ, ঐশী-আশীষের জন্য উপযোগী সর্ত আছে। অন্ধকারের সহিত আলোকের কোন সামঞ্জস্য নাই। আলোকের সহিত আলোকের সামঞ্জস্য। পরম প্রজ্ঞাবান খোদা সামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কোন কাজ করেন না।

সেইরূপ, আলোক সম্বলিত কৃপাতেও ইহাই তাঁহার বিধান যে, যাহার কাছে কিছু আলোক থাকে, তাহাকেই আরো আলোক প্রদত্ত হয়। যাহার কাছে কিছুই নাই, তাহাকে কিছুই দেওয়া হয় না। যাহার চক্ষুর আলোক থাকে, সে-ই সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত হয়। যাহার চক্ষুর আলোক নাই, সে সূর্য্যের আলোক হইতেও বঞ্চিত থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃতি নিহিত আলোক অল্প পাইয়াছে, সে অন্য আলোকও অল্পই পায় এবং যে প্রকৃতি নিহিত আলোক অধিক প্রাপ্ত হইয়াছে অন্য আলোকও সে অধিক প্রাপ্ত হয়।

নবীগণ মানব প্রকৃতি জাত তারতম্যের শৃঙ্খলের মধ্যে হইতেছেন সেই সমুদয় উন্নত ব্যক্তি, যাঁহারা এত অধিক সাম্পূর্ণিক আভ্যন্তরীণ আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেন তাঁহারা মূর্ত্তিমান আলোক। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কোরআন শরীফে আঁঃ-হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নাম "নূর" (আলোক) এবং "সেরাজুল্ মুনির" (উজ্জ্বল ভাস্কর, উজ্জ্বল প্রদীপ) রাখা হইয়াছে, যেমন বলা হইয়াছে ঃ—

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ

(الجزو نمبر ٦)

وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ٥

(الجزوا نمبر ٢٢)

[অনুবাদ ঃ— নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য উপস্থিত হইয়াছে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক 'আলোক' এবং একটি উজ্জ্বল গ্রহ। (৫ঃ১৬) "এবং আল্লাহ্-তাআলার আদেশে তাঁহার দিকে আহ্বানকারী এবং একটি আলোকময় সূর্য স্বরূপে প্রেরিত হইয়াছেন।" (৩৩ঃ৪৭)—সঃ আঃ]

খৃষ্টানী ভ্রম অপনোদন

ইহাই পরম জ্ঞান তত্ত্ব। 'ওহী ও আলোকের' জন্য সর্ত্ত হইল সম্যক-পুষ্ট, মহান প্রকৃতির, যাহা শুধু নবীগণই প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা তাহাদেরই বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, উপরোল্লিখিত দৃষ্টান্তে আল্লাহ্-তাআলা যে সুন্দর যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদ্বারা ঐ সমুদয় ব্যক্তির উক্তি স্পষ্ট খণ্ডন হইয়াছে, প্রকৃতিগত মান বৈষম্য স্বীকার সত্বেও যাহারা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতা স্বরূপে মনে করিয়াছে যে, পূর্ণ-পুষ্ট প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে আলোক লাভ করেন, সেই আলোকই অপরিপুষ্ট মানসযুক্ত ব্যক্তিগণও প্রাপ্ত হইতে পারে। সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সহ ইহাদের চিন্তা করা উচিত যে, আশীষ সম্বন্ধে তাহারা কত ভুল করিতেছে। প্রকাশ্য দেখিতে পাওয়া যায়

যে, খোদার প্রাকৃতিক বিধান তাহাদের ভ্রান্ত ধারণার সমর্থন করে না। তথাপি একদেশ-দর্শিতা এবং বিরোধিতার ফলে সেই ভ্রান্ত ধারণাই তাহারা পোষণ করে। সেইরূপ, খৃষ্টানেরাও আলোক-আশীষ সম্বন্ধে স্বভাব নিহিত আলোকের সর্ত থাকা স্বীকার করে না এবং বলিয়া থাকে যে, যে হৃদয়ে ওহীর আলোক অবতীর্ণ হয়, উহার জন্য উহার কোন আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আলোকময় অবস্থার প্রয়োজন নাই। এমন কি, যদি কেহ সুস্থ বুদ্ধির পরিবর্তে পূর্ণ মাত্রায় অজ্ঞ ও নির্বোধ হয়, বীরত্বের পরিবর্তে কাপুরুষের একশেষ হয়, দানশীলতার পরিবর্তে শেষ সীমানার কৃপণ হয়, পৌরুষেয়তার পরিবর্তে একান্ত নির্লজ্জ হয়, ঐশী-প্রেমের পরিবর্তে একান্ত সংসার প্রিয় হয় এবং বৈরাগ্য, অনাসক্তি এবং বিশ্বস্ততার পরিবর্তে ভীষণ চোর ডাকাত হয়, সংযম ও শ্লীলতার পরিবর্তে চরম সীমানার লজ্জাহীন ও কামুক হয়, এবং সন্তোষের পরিবর্তে অতি মাত্রায় লোভী হয়, তবু এইরূপ ব্যক্তিও খৃষ্টান মহোদয়গণের কথা মত এত খারাপ অবস্থা সত্বেও খোদার নবী ও সান্নিধ্য-প্রাপ্ত হইতে পারে। বলিতে কি, মসিহ্‌কে বাদ রাখিয়া অন্য যত নবীর নবুওতই তাহারা মানে এবং তাঁহাদের এল্‌হামী পুস্তকগুলিকে "পবিত্র", "পবিত্র" বলিয়া ঘোষণা করে, তাঁহারা (আমরা আল্লাহ্‌র শরণ নেই) তাহাদের মতানুসারে এই প্রকারেরই ছিলেন—তাঁহারা পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ গুণগুলি হইতে, যাহা শ্লীলতা ও পবিত্র চিত্ততার জন্য অত্যাবশ্যক, বঞ্চিত ছিলেন। খৃষ্টানগণের বুদ্ধি, যুক্তি এবং খোদা-প্রাপ্তিকে সহস্র ধন্যবাদ! ওহীর আলোক অবতরণের কেমন সুন্দর দর্শন-তত্ত্ব তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু ইত্যাকার দর্শন তত্ত্বের শুধু ঐ সমুদয় ব্যক্তিরাই অনুরাগী ও ভক্ত যাহারা ভীষণ অন্ধকার এবং আভ্যন্তরীণ অন্ধতার অবস্থায় নিপতিত। নতুবা আলোক-কল্যাণ লাভার্থে আলোকেরই প্রয়োজন এমন স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, কোন স্বল্প বুদ্ধি ব্যক্তিও ইহা অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের কি চিকিৎসা আছে, যাহারা যুক্তি-বুদ্ধির সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না, যাহারা আলোকের প্রতি বিদ্বেষ এবং অন্ধকার প্রীতি পোষণ করে এবং বাদুরের ন্যায় রাত্রিতে যাহাদের চক্ষু খুব খোলে, কিন্তু উজ্জ্বল দিনের বেলা তাহারা অন্ধ হয়।)

আলোকের প্রতি আহ্বান

"খোদা তাঁহার আলোকের দিকে (অর্থাৎ, কোরআন শরীফের প্রতি) যাহাকে ইচ্ছা করেন, পথ প্রদর্শন করেন, লোকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়ই উত্তমরূপে অবগত।" (অর্থাৎ, 'হেদায়েত বা পথ-প্রাপ্তি একটি আল্লাহ্‌র তরফের বিষয়। সে-ই পায় যে অনাদি কৃপায় সামর্থ লাভ করে। অন্যদের হয় না। এবং খোদা সূক্ষ্ম বিষয়াবলী দৃষ্টান্তাকারে বর্ণনা করেন, যাহাতে গভীর তত্ত্বগুলি বোধগম্যের নিকটবর্ত্তী হয়। কিন্তু তিনি তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের মধ্যে উত্তমরূপে জানেন যে, কে এই সব দৃষ্টান্ত বুঝিবে ও সত্যকে গ্রহণ করিবে এবং কে বঞ্চিত থাকিবে।)

সুতরাং, এই দৃষ্টান্তে, যাহার এখান পর্য্যন্ত যুক্ত কমার মধ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে, খোদা-তাআলা পয়গম্বর আলাইহেস্ সালামের হৃদয়কে স্বচ্ছ স্ফটিকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহাতে কোনই অস্বচ্ছতা নাই। ইহা হৃদয়ের আলো। তারপর, আঁ-হয্‌রতের বোধশক্তি, সুস্থ বুদ্ধি ও যুক্তি এবং সম্যক প্রকৃতি সুলভ চারিত্রিক মাহাত্ম্যকে এক সরস তৈলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যাহা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং প্রদীপ জ্বলার হেতু ও উপায়। ইহা যুক্তি শক্তির আলো।

কারণ, যুক্তিশক্তিই যাবতীয় সূক্ষ্ম আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবলীর উৎস ও উদ্দেশ্য। তারপর, এই সব আলোকমালার উপর এক আকাশীয় আলোক —যাহা হইতেছে ওহী—অবতীর্ণ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ওহীর আলোক এবং তিন প্রকার আলোক সম্মিলনে লোকের পথ-প্রাপ্তির কারণ হইল। ইহাই পরম তাত্ত্বিক সূত্র, যাহা ওহী সম্বন্ধে অনন্ত পবিত্রধার, 'কুদ্দুস কদীমের' তরফ হইতে চিরন্তন বিধান এবং তাঁহার পবিত্র সত্বার উপযোগী।

সুতরাং, এই সমগ্র গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে পর্য্যন্ত হৃদয়ের আলোক এবং যুক্তিশক্তির আলোক কোন মানুষের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় না পাওয়া যায়, ঐ পর্য্যন্ত সে কখনো ওহীর আলোক পায় না। ইতিপূর্ব্বে ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, পূর্ণ মাত্রা যুক্তি এবং পূর্ণ মাত্রা হৃদয়ের আলোক শুধু কোন কোন ব্যক্তিতে থাকে, সকলের মধ্যে থাকে না। এখন এই উভয় প্রমাণকে একত্রিত করিলে এই বিষয়টি প্রমাণের পর্য্যায়ে পৌঁছে যে, ওহী এবং রেসালত শুধু কোন কোন পূর্ণ-পুষ্ট, কামেল ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হন, মানুষ মাত্রই নহে। সুতরাং এই অকাট্য প্রমাণ দ্বারা ব্রাহ্মগণের ভ্রান্ত ধারণাও সম্পূর্ণরূপে পণ্ড হইল এবং ইহাই উদ্দেশ্য ছিল।

* মূল, "বড় অক্ষরে" —সঃ আঃ—

কোরআন করীম সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদগণের একটি আপত্তি 'হারুত ও মারুতের' ঘটনায় মহা ভবিষ্যদ্বাণী

—জনাব মৌলানা জালালুদ্দীন শাম্‌স্‌ সাহেব,
প্রাক্তন ইমাম লণ্ডন মসজিদ—

সুরাহ্‌ ফুরকানে কোরআন মজীদ সম্বন্ধে মক্কার কাফেরদের একটি উক্তি বর্ণিত আছে। তাহারা বলিত যে, ইহা তো পূর্ববর্তীদের অসলগ্ন গল্প-গুজব মাত্র।

(اساطير الاولين)

আল্লাহ্‌-তাআলা ইহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন,—

قل انزله الذى يعلم السر فى السموت والارض انه كان غفورا رحيما ـ

(الفرقان ع ١)

"হে রসুল, তুমি তাহাদিগকে বল যে, ইহা সেই খোদা অবতীর্ণ করিয়াছেন, যিনি আকাশরাজি এবং পৃথিবীর সম্যক গোপন তত্ত্ব ও রহস্য জানেন।" অর্থাৎ, তোমরা যে সকল বিষয়কে প্রাচীন উপকথা বলিয়া মনে কর, ঐগুলির মধ্যে তো এত সমস্ত গোপন তথ্য নিহিত আছে, যদ্দারা খোদা-তাআলার 'আলেমুল্-গায়েব,' অদৃশ্য-বিষয়বলীর জ্ঞানী হওয়া প্রমাণিত হয়। (সুরাহ্ ফুরকান, রুকু ১)

প্রাচ্যবিদ্‌গণের আপত্তি

কোরআন মজীদে আম্বিয়া আলাইহেস্ সালাম এবং অন্য ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, ঐগুলি সম্বন্ধে ওরিয়াণ্টালিষ্টগণও ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে সেগুলি পূর্ববর্তী মানুষের অযৌক্তি, প্রমাণহীন গল্প-গুজব মাত্র। দৃষ্টান্ত স্থলে, 'হারুত এবং মারুত' সম্বন্ধে সাধারণ তফসীরগুলিতে লিখিত আছে যে, তাঁহারা দুইজন ফেরেশ্‌তাহ্ ছিলেন। তাঁহারা আশ্চার্য্য বোধ করিলেন খোদা-তাআলা মানুষের নিকট তাঁহার নবীগণকে পাঠান সত্ত্বেও মানুষ গুণাহ্ করে কেন? ইহাতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাদিগকে পরীক্ষা স্বরূপে মানুষ করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। প্রথমে তো তাঁহারা অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের পরিচয় দিলেন, কিন্তু যোহ্‌রা নামীয়া এক জন পরমা রূপবতী স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার সহিত ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই পাপের শাস্তি স্বরূপে খোদা-তাআলা তাঁহাদিগকে বাবেল নগরের একটি কূপে কিয়ামত পর্য্যন্ত থাকার জন্য ঝুলাইয়া রাখিলেন।

এই কেচ্ছা বর্ণনা পূর্বক প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্ জর্জ্জ সেল তাঁহার কৃত কোরআন করিমের অনুবাদের টীকায় লিখিয়াছেন,

"This story Muhammad took directly from the Persian Magic."

অর্থাৎ, এই গল্প মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওসাল্লাম) পারস্য দেশীয় ম্যাজিক হইতে গ্রহণ করেন। ঐ গল্পে দুইটি বিদ্রোহী ফেরেশ্‌তাহ্‌র কথা বর্ণিত আছে। তাঁহাদেরও এই গুলিই নাম। বাবিলনে তাঁহাদিগকে পা উপরের দিকে এবং মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে।

অতঃপর, সেল সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইহুদীদের মধ্যেও শিমুযই ফেরেশ্‌তাহ্ সম্বন্ধে এই প্রকার গল্প পাওয়া যায়।

"Who having debauched himself with women, repented, and by way of penance hung himself up between heaven and earth."

অর্থাৎ, "তিনি স্ত্রীলোকদের সহিত গর্হিত সম্পর্ক করেন। অতঃপর, অনুতপ্ত হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে আপনাকে শূন্য মণ্ডলে ঝুলাইয়া দেন।"

রেভারেণ্ড হোয়েরীও তাঁহার ভাষ্যে জর্জ্জ সেলেরই উপরোক্ত টীকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কিন্তু যে আয়াতগুলিতে 'হারুত এবং মারুত' সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক মহাভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়, যাহা সগৌরবে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পবিত্র সময়ে সফল হইয়াছিল।

আয়াতগুলির সংক্ষিপ্ত তফসির

واتبعوا ما تتلوا الشيطين على ملك
سليمن ج وما كفر سليمن ولكن الشيطين
كفروا - الاية

আল্লাহ্-তাআলা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওসাল্লামের বিরোধী ইহুদীদের সম্বন্ধে বলেন যে, তাহাদের নিকট আল্লাহ্-তাআলার তরফ হইতে এক জন রসুল তাহাদের পবিত্র গ্রন্থগুলির হুবহু ভবিষ্য-দ্বাণী সমূহ অনুসারে আগমন করিলে তাহাদের এক সম্প্রদায় খোদার কেতাব তাহাদের পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করিল। যেন এ সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানিত না। আল্লাহ্‌র কেতাব দ্বারা এই রসুলের সত্যতা বা ভণ্ডতা পরীক্ষার কষ্ট স্বীকার না করিয়া তাহারা এই রসুলের ধ্বংস সাধনের উপায় খুঁজিতে লাগিল। সুলায়মান আলাইহেস্ সালামের সময়ে তাঁহার রাষ্ট্রকে দুর্বল এবং ধ্বংশ করার উদ্দেশ্যে তাঁহার ভীষণতম শত্রুরা যে যে পন্থাঅবলমন করিয়াছিল, তাহাই ইহুদীরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসালামের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবলম্বন করিল।

আয়েতের وما كفر سليمن ولكن الشيطين كفروا

অংশে হযরত সুলায়মান আলাহেস্ সালামের কুফর ক্ষালন পূর্বক বলা হইয়াছে যে হযরত সুলায়মান আলাইহেস্ সালামের শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে কুফরী কথা আরোপ করিয়া লোকদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উস্কাইত। অথচ সেই দুষ্ট, শয়তান শত্রুরাই কাফের ছিল এবং হযরত সুলায়মান আলাইহেস্ সালামের বিরুদ্ধে তাহাদের এই প্রচারণা এত প্রবল আকারের ছিল যে, তাহাদের ধর্ম পুস্তকগুলিতেও সুলায়মান আলাহেস্ সালামের প্রতি কুফরীর বিষয় আরোপ করা হইয়াছে। পুরাতন বিধান, রাজাবলী ১, একাদশ অধ্যায়, ৪—৮ পদে লিখিত আছে:—

"সোলমনের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার স্ত্রীরা তাঁহার হৃদয়কে অন্য দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিল। তাঁহার অন্তঃকরণ তেমনি আপন ঈশ্বর সদা প্রভুর ভক্তিতে একাগ্র ছিল না। * * * সদা প্রভু সালোমনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন; কেননা তাঁহার অন্তঃকরণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদা প্রভু হইতে পথগামী হইয়াছিল, যিনি দুই বার তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন।"

এই প্রকারে বাইবেলে হযরত সুলায়মানের উপর প্রতীমা পূজার অভিযোগ আনিত হইয়াছে। কোরআন মজীদে আল্লাহ্-তা'লা وما كفر سليمن

"সুলায়মান কুফর করে নাই" বলিয়া ঐ সমুদয় অভিযোগ হইতে তাঁহাকে নির্দোষ সাব্যস্থ করা হইয়াছে। এ যুগের গবেষকগণও সাড়ে তের শত বৎসর পূর্ব্বে কোরআন মজীদে বর্ণিত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন।

Encyclopaedia Britanica তে 'সলমন" শীর্ষাধীনে লিখিত আছে যে, সলমন ইস্রায়িলীয় ও আন্-ইস্রায়িলীয় বহু বিবহে করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহা কখনো সত্য নয় যে, তিনি যিহোবা ঈশ্বরের সহিত অন্-ইব্রায়িলীয় স্ত্রীদের উপাস্য দেবতা-গুলির পূজা করেন। ইহাতে আমাদের সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

"He was a faithfull worshipper of Jehova." অর্থাৎ, তিনি যিহোবা, খোদার এক জন সত্যিকার ভক্ত ও পূজক ছিলেন।

বস্তুতঃ কোরআন মজীদ হযরত সুলায়মানের বিরুদ্ধে আনীত দোষ ক্ষালনের প্রসঙ্গে তাঁহার শত্রুরা জনগণকে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইবার জন্য যে সকল প্রচারণা করিত, ভ্রান্ত ও অন্যায় কার্য্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছে।

অতঃপর বলা হইয়াছে,

يعلمون الناس السحر

অর্থাৎ, সোলায়মানের শত্রুরা লোককে 'সেহের' সেহের শিখাইত। সেহের শব্দের এক অর্থ

(الفساد) বিপ্লব এবং

اخرج الباطل فى صورة الحق (اقرب)

অর্থাৎ, তাহারা লোককে হযরত সুলায়মানের বিরুদ্ধে ফসাদ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিত এবং এরূপ চিত্তাকর্ষক উপায়ে মিথ্যা অভিযোগগুলি বলিত, যাহাতে লোকে সেগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের বিরুদ্ধবাদী ইহুদীদেরও একই অবস্থা ছিল। তাহারাও তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা তৈরী করিয়া জন সমাজে রটনা করিত, তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য লোককে উত্তেজিত করিত, তাঁহার ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিত এবং গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করিত।

وما انزل على الملكين ببابل

هاروت وماروت ط

অর্থাৎ, ইহুদীরা বাবেলে দুইজন ফেরেশ্‌তাহ্‌ প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল, ঐ সকল বিষয়ের অনুকরণ করিল।

এই আয়েতে আল্লাহ্‌-তাআলা অন্য এক ঘটনার সঙ্কেত করিয়াছেন, যাহা পূর্ববর্ত্তী ঘটনার ফল স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। হযরত সুলায়মান বাদশাহ্‌ হওয়া ছাড়া এক জন নবীয় ছিলেন। তাহার সম সুখ-সন্দতার সময় ছিল। কিন্তু তখন তাহারও খোদা-তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করিবার পরিবর্তে হযরত সুলায়মানের শক্তি নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা করিল এবং তাঁহাকে কাফের নির্দ্ধারণ করিয়া জন সাধারণকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করিল। কিন্তু ইহুদীরা সুলায়মান আলাইহেস্‌ সালামের বিরুদ্ধে কৃতকার্য্য হয় নাই এবং তাহাদের এই অকৃতজ্ঞতার ফলে হযরত সুলায়মান আলাইহেস্‌ সালামের পরে ক্রমশঃ তাহাদের শক্তি এতই হ্রাস হইল যে, বাবেলের বাদশাহ্‌ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নাশ করিলেন এবং বল পূর্বক তাহাদিগকে বাবেলের দিকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিলেন। অতঃপর, সুদীর্ঘ সময় পরে আল্লাহ্‌-তাআলা পুনরায় তাহাদের প্রতি করুণা দৃষ্টি পূর্বক তাহাদিগকে বন্দীদশা হইতে মুক্তি দান চাহিলে তিনি তাঁহার দুই জন ফেরেশ্‌তাহ্‌ প্রকৃতির বান্দাকে এই কার্য্যের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করিলেন, যাহাতে তাঁহারা ইহুদীদের মুক্তির জন্য সময়োপযোগী গোপন উপায় অবলম্বন করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা "হগয় ভাববদী ও ইদ্দোর পুত্র সখরিয়" এই দুইজন ইহুদী নবী ছিলেন। পুরাতন বিধান, ইষ্রা পঞ্চম অধ্যায়ে ইঁহাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মেদ ও পারস্য সম্রাটের সহিত গোপন ব্যবস্থা করিয়া বাবেল আক্রমণ করা হইল। ফলে, "কোরস রাজা" ইহুদীদিগকে মুক্তিদান করিলেন এবং বয়তুল্‌-মুকাদ্দস নির্ম্মাণে তাহাদিগকে প্রভূত সাহায্য করিলেন। 'হারুত' এবং 'মারুত' সম্বন্ধে আরবী ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ অভিধান 'আক্‌রাবুল মুওয়ারদ' এবং তাজুল্‌-উরুসে লিখিত আছে যে, ইহারা (حرت) হারাতা এবং (مرت) মারাতা ধাতু হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। যথাক্রমে ইহাদের অর্থ, 'ফাড়া' এবং 'ভাঙ্গা'। কারণ, এই সাধু পুরুষগণের কাজ ছিল একটি শত্রু রাষ্ট্রের শক্তি নাশ করা। তারপর, বলা হইয়াছে —

وما يعلمن من احد حتى يقولا انما نحن

فتنة فلا تكفر ط

"এবং তাঁহারা দুই জন কাহাকেও কিছু শিখাইতেন না, যে পর্য্যন্ত তাঁহার বলিতেন, 'আমরা এক প্রকার পরীক্ষা, যদ্বারা ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য স্থাপিত হইবে এবং প্রত্যেকেরই প্রকৃত ভাল মন্দ অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এ জন্য আমাদিগকে অস্বীকার করিবে না।" অর্থাৎ, তাঁহাদের কর্ম্ম-ব্যবস্থা বা উদ্দেশ্য বলার পূর্বে প্রত্যেকের নিকট হইতে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেন যে, ঐ সকল ব্যবস্থা পালন কেহ অস্বীকার করিবে না।

فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه –

"সুতরাং, তাঁহারা তাহাদিগকে ঐ সকল বিষয়ই শিক্ষা দিতেন, যদ্বারা পুরুষ এবং তাহার স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য স্থাপিত হইত।" অর্থাৎ, তাঁহাদের শিক্ষা নর-নারীকে পৃথক করিত। গুপ্ত সোসাইটিগুলিতে প্রাচীন কাল হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে, তাহারা স্ত্রীলোক ভর্ত্তি করে না। বর্তমান যুগেও তাহাই করা হয়। Encyclopaedia Britanica চতুর্দ্দশ সংস্করণে Secret Societies শীর্ষাধীনে লিখিত আছে ঃ

"The great majority refuse admission to women."

অর্থাৎ, অধিকাংশ গুপ্ত সমাজগুলিতে স্ত্রীলোকদিগকে নেওয়া হয় না।

উপরোক্ত দুইটি ঘটনা বর্ণনার পর আল্লাহ্-তা'লা বলেন—

وما هم بضارين به من احد الا باذن الله

অর্থাৎ ইহুদীরা এই পন্থা অবলম্বন, গোপন পরামর্শ এবং চালবাজী দ্বারা— আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া— কাহারো ক্ষতি করিতে পারে না। অর্থাৎ, খোদা-তা'লার অভিপ্রায় অনুসারেই মাত্র, ইহা সম্ভবপর। কারণ, খোদা-তা'লার চিরাচরিত বিধান এই যে, নবীগণ এবং তাঁহাদের জমাআতগুলির বিরুদ্ধে শত্রুরা যে সকল চেষ্টা চরিত করে কিম্বা যুদ্ধ বিগ্রহ করে, তাহাতে এক সীমা পর্য্যন্ত নবী এবং তাঁহার জামাতেরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু পরিণামে আল্লাহ্-তা'লার রসুলই জয়ী হন।

অন্যত্র আল্লাহ্-তা'লা গোপন পরামর্শ সম্বন্ধেও এই কথাই বলিয়াছেন।

انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله – (مجادله)

অর্থাৎ, গোপণ মন্ত্রণা ও গুপ্ত কমিটিগুলি শয়তান, তথা শত্রুর দিক হইতে এজন্য করা হয়, যাহাতে ইমানদারগণ চিন্তিত হন। অথচ, উহারা তাহাদের কোনই ক্ষতি আল্লাহ্-তা'লার আদেশ ছাড়া করিতে পারে না।"

সুতরাং, এখানে আল্লাহ্-তা'লা এই কথাই ব্যবহার দ্বারা জানাইতেছেন যে, ইহুদীরাও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাহেস্ ওসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবাগণের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র ও গোপন বৈঠক করিতেছে, তাহা বিশ্বাসীদিগকে আল্লাহ্-তালা অভিপ্রায় ছাড়া কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। এগুলি বরং তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিবে।

অতঃপর, বলিয়াছেন—

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم

"এবং তাহারা (অর্থাৎ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাহে ও সাল্লামের সমসাময়িক ইহুদীরা) তাহাই শিক্ষা করিতেছে, যাহা তাহাদের অনিষ্টের কারণ হইবে এবং তাহাদের লাভ হইবে না।" (সুরাহ্‌ বকারাহ্‌, রুকু ২)

অন্তর্নিহিত ভবিষ্যদ্বাণী

এখানে আল্লাহ্‌-তা'লা দুইটি ঘটনা বর্ণনার পর দুইটি পৃথক ফলের প্রতি সঙ্কেত করিয়াছেন। হযরত সুলায়মানের সময়কার ঘটনা বলিয়া ইহুদীগকে বুঝান হইয়াছে যে, তিনি ছিলেন খোদার নবী। এজন্য তাহারা যখন তাঁহার বিরুদ্ধে মন্ত্রণাদী করিল এবং তাঁহারা রাষ্ট্রের দুর্বলতা আনয়নের জন্য ষড়যন্ত্র করিল, তখন তাহারা কৃতকার্যতা লাভ করে নাই। এমন কি, বাবিলনের বাদশাহ্‌ তাহাদের সম্যক শক্তি বিনাশ করিলেন এবং তাহাদিগকে বাবিলন নগরে নির্বাসন করেন। তাহারা বাবিলনে গোলামীর অবস্থায় বাস করিতে লাগিল। অতঃপর, খোদা-তাআলা তাহাদের মুক্তির জন্য দুই জন নবী, কিম্বা দুই জন ফেরেশ্‌তাহ্‌ প্রকৃতির মানুষকে বাবিল রাষ্ট্রের শক্তি নাশের জন্য গোপন ব্যবস্থাবলম্বনের আদেশ করিলেন। তখন তাহারা সফলতা লাভ করিল এবং বাবিল রাজ্যের কয়েদ হইতে তাহারা মুক্তি পাইল। এখন তাহারা তাহাদের পবিত্র গ্রন্থগুলির সমর্থিত এক জন নবীর ধ্বংসের নিমিত্ত মিথ্যা অভিযোগ পূর্বক লোককে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে গোপন মন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই জন্য তাহারা কৃতকার্য হইবে না।

ইতিহাস হইতে জানা যায়, ইহুদীরা যখন দেখিল যে, ইস্‌লাম দিন দিন উন্নতি করিতেছে, তখন তাহারা তাহাদের স্বধর্ম্মীয়দের দ্বারা— পারস্য সম্রাটের দরবারে যাহাদের বিশেষ প্রভাব ছিল— পারস্য সম্রাট পর্য্যন্ত গোপনে গোপনে আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিল। পারস্য সম্রাট আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)কে ধৃত করিয়া তাঁহার নিকট হাজির করিবার যে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ইহুদীদের গোপন রিপোর্টেরই ফল ছিল। মিয়র সাহেবের ন্যায় বিদ্বেষী ব্যক্তিও Life of Muhammad পুস্তকের ৩৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, সম্রাট খুফরু তাঁহার বিরুদ্ধে অদ্ভুত নানা রিপোর্ট পাইয়া আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর পত্র পাওয়ার পূর্বেই তাঁহার কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন।

বস্তুতঃ, এই আয়েতগুলিতে আল্লাহ্‌-তাআলা ইহুদীদের অকৃতকার্যতা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ইতিপূর্বে যেমন তাহারা খোদা-তাআলার নবী হযরত সুলায়মান আলাইহেস্‌ সাল্লামের বিরুদ্ধে এই প্রকার চাল ও গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে অকৃতকার্য হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে, তেমনি এখনও তাহারা অকৃতকার্য্য হইবে। কারণ, তাহারা আল্লাহ্‌-তাআলার এক জন সত্য নবীর বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। বস্তুতঃ, তাহাদের চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলে তাহাদের সাহায্যকারী পারস্য সম্রাটও ধ্বংস হইলেন এবং মদীনার চতুষ্পার্শ্বস্থ ইহুদী গোত্রগুলিও কতক বধ হইল এবং কতক নির্বাসিত হইল।

এই আয়াতগুলি সম্বন্ধে কি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা বলার সাহস করিতে পারে যে, এগুলি ছাড়া লেজ মাথা একটি অসংলগ্ন গল্প, যাহা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম (নাউযুবিল্লাহ্‌) লোকের মুখে শুনিয়া কোরান-করিমে ভর্ত্তি করিয়া ছিলেন।

প্রাচ্যবিদগণ সে সমস্ত কিংবদন্তী সম্বন্ধে বলেন যে আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) Persian Magic হইতে গ্রহণ করেন, কোরআন মজীদের উপরুল্লিখিত আয়াতগুলির সহিত ঐগুলির কোনই সম্বন্ধ নাই এবং ঐ সমস্ত গল্প-গুজব কখনো এই আয়াত সমূহে বর্ণিত হয় নাই। গবেষক মুসলমানগণও এই প্রকার জনশ্রুতিকে 'মরদুদ', অগ্রহণীয় বলিয়াছেন। আল্লামা আবু হাইয়ান তাঁহার রচিত 'বাহ্‌রুল্ মহীত' নামক বিরাট তফসীরে লিখিয়াছেন :

وهذا كله لا يصح منه شيء -

অর্থাৎ, ঐ সকল 'রওয়াতের' কোন কথাই সত্য নয়।

সুতরাং, orientalist গণের এই যে অভিযোগ অমুক ঘটনা অমুক পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে, এবং উহা একটা বৃথা গল্প মাত্র-- ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কোরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াতগুলিতে মহাভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। সেই ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে মহাপ্রতাপে পূর্ণ হইয়াছে। তদ্বারা খোদা-তাআলার বাণীর সত্যতা ষোলকলায় প্রকাশিত হইতেছে যে :

انزله الذى يعلم السر فى السموت والارض

"আকাশরাজি ও পৃথিবীর গোপন তথ্যের ও রহস্যের পরম জ্ঞানী ইহা অবতীর্ণ করিয়াছেন।"

●

প্রকৃত ইসলাম কি ?

—হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)

"খোদা-তা'লার পথে জীবন ওয়াক্‌ফ করাই প্রকৃত ইস্‌লাম। ইহা দুই প্রকার। এক, খোদা-তাআলাকেই আপন উপাস্য, আরাধ্য ও প্রিয় করিবে। তাঁহার উপাসনা, প্রেম, ভয় ও আশায় অন্য কোন অংশী বাকী থাকিতে নাই। তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা, উপাসনা এবং উপাসনার যাবতীয় আদব, আদেশ নিষেধ, সীমা সমূহ এবং আকাশীয় বিচার ও ব্যবস্থার যাবতীয় বিষয় মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে হইবে। চরম দীনহীনতা দ্বারা এই সমুদয় আদেশ, সীমা বিধান এবং ঐশী ব্যবস্থাকে পূর্ণতম সংকল্প সহ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে এবং যাবতীয় পবিত্র সত্য ও তত্ত্ব যাহা তাঁহার ব্যাপক মহিমার পরিচয় এবং তাঁহার শক্তি, ক্ষমতা ও আধিপত্যের মহান মর্য্যাদা জানার ও উপায় বিশেষ তাঁহার অনুগ্রহরাজি জানার জন্য এক শক্তিশালী

পথ প্রদর্শক—উত্তমরূপে জানিতে হইবে। আল্লাহ্‌-তাআলার পথে জীবন ওয়াক্‌ফ করিবার দ্বিতীয় উপায় এই যে তাঁহার বান্দাগণের খেদমত, সহানুভূতি, সাহায্য ভার, বহন এবং সত্যিকার সমবেদনায় জীবন উৎসর্গ করিবে। অন্যকে আরাম পৌঁছাইবার জন্য কষ্ট সহিবে এবং অন্যের সুখ সাচ্ছন্দের জন্য দুঃখ বরণ করিবে।" ('আয়নায় কামালাতে ইসলাম')

●

সম্পাদকীয়

আমরা এখন যে আকারে 'আহ্‌মদী' প্রকাশ করিলাম, মাসিক পত্র স্বরূপে ১৯৩০ সন হইতে ১৯৩৬ সনের শুরু পর্য্যন্ত কলিকাতা হইতে 'আহ্‌মদী' এই আকারে বাহির হইতে থাকে। তৎপূর্বে কলিকাতা হইতে ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারে ডবল ক্রাউন ১/৮ সাইজে প্রকাশিত হইত। ১৯৩৬ সনের প্রথম ভাগে 'আহ্‌মদী' ঢাকায় আনীত হইলে মাসিকের পরিবর্তে পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। তখন ইহার আকার ১৯৪০ সনের মধ্যভাগ পর্যন্ত পূর্ব-বর্ণিত ১৯৩০ সন হইতে ১৯৩৬ সনের আকারের ন্যায়ই ছিল। মাত্র কলেবরের দিক দিয়া কয়েক পৃষ্ঠা বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৯৪০ সনের শেষার্দ্ধে দ্বিতীয় মহাসমরে কাগজ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হওয়ায় কভার পেজ বাদ দেওয়া হয় এবং পত্রিকা আকারে বাহির হইতে থাকে। যেহেতু ইহাতে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, উহাদের স্থায়ী মূল্য ও প্রয়োজন আছে, সে জন্য বহু বন্ধু বাঁধাই করিয়া সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সাইজ পরিবর্তনের জন্য অবিরত অভিযোগ করিতে থাকেন এবং প্রেস পরিবর্তনেরও প্রয়োজন অনুভূত হয়। আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা সরকারি অনুমতি পাওয়ার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে তাড়াতাড়ি ইহাকে প্রকাশ করিলাম। সে জন্য প্রেস কর্তৃপক্ষ এবং আর ও বন্ধু আমাদের যে সাহায্য করিয়াছেন, আমরা বাস্তবিক তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের সর্বোতঃ উন্নতি কামনা করি।

বন্ধুগণের খেদমতে আমরা এবার ইহার এই সংখ্যা একটা মনোগ্রাফ বা সিমপসিয়ম স্বরূপে কোরআন করীমের একটি বিশেষ আয়েতের ব্যাখ্যা স্বরূপেই প্রধানতঃ প্রকাশ করিতেছি। আল্লাহ্‌র নূর সম্বন্ধে কত যে ভ্রান্তি ধারণা বিদ্যমান। আমরা কোরআন করিম হইতেই ইহার সমাধান ও ব্যাখ্যা দিয়াছি। বস্তুতঃ, কোরআন করিমের বহু 'বতন'— গর্ভ ও আভ্যন্তরীণ দিক আছে। যাঁহারা আল্লাহ্‌-তা'লার নিকট প্রকৃতই পবিত্র, কোরআন করিমের মূল-তত্ত্ব তাঁহাদেরই নিকট প্রকাশিত হয় মাত্র। বস্তুতঃ, কোরআন করিম যে প্রস্রবন হইতে ফুটিয়াছে, সেই প্রস্রবন হইতেই ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা হইতে পারে মাত্র।

যাঁহারা 'আহমদীর' সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, আল্লাহ্‌র জ্যোতির্বিকাশই ইহার এক

বিষয়। আল্লাহ্‌র জ্যোতিঃ কি, তাহা আমরা এই সংখ্যায় বিশেষভাবে আলোচনা করিলাম। ভবিষ্যতে আমাদের সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা ইহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অর্থাৎ, খোদা, রসুল ও তাঁহার খলিফা এবং সেই হেতু ইসলামের যাবতীয় দিক ও অনুশাসন আমাদের আলোচ্য বস্তু হইবে। বস্তুতঃ খোদার মসিহ ও মাহদী কোন নূতন ধর্ম সহ আসেন নাই। তিনি আসিয়াছেন "লেইয়ুকিমুদ্ দ্বীনা ও ঈয়ুহ্‌য়ী আশ্-শারিয়্যাতা"—শুধু আদ্-দ্বীন ইসলামকে সঞ্জীবিত করিতে, শরীয়তকে কায়েম করিতে এবং কেবলমাত্র মুসলমানদিগকেই মুসলমান করিবার জন্য নয়, অমুসলমানকে মুসলমান করিতে এবং সমগ্র ধর্ম-রাজ্যে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে। কোরআন করিমে ইহাই তাঁহার কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে। নতুবা ধর্মে তো আকার-ইকার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধনের নাই। যাহারা ইহার খেলাফ বলে ভিতরের হউক, বা বাহিরের তাহাদের ভ্রান্তি নিরাকরণ আমাদের কর্ত্তব্য।

এই নীতি অনুযায়ী আমরা এ সংখ্যায় মুসলমান-দের মধ্যে প্রচারিত একটা ভ্রান্ত ধারণাকে আশ্রয় করিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে 'হারুৎ মারুৎ' লইয়া যে বিরাট লাইন নির্মিত হইয়াছে, তাহা এ সংখ্যায় চুরমার করা হইয়াছে।

কতকগুলি কিংবদন্তী আশ্রয় করিয়া এই বিরাট মিথ্যা গুজবের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা মূল উৎস হইতে এই ভ্রান্তির অপনোদন করিয়াছি। কোরআন করিমের কোথাও এই সকল গল্প গুজব নাই। কোরআন করিম ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমাদের পূর্ব পুরুষগণ, সাধু নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে, খৃষ্টান ও ইহুদী পণ্ডিতগণকেও তাঁহাদের দিকে যে সকল কথার কোন প্রকার সঙ্কেত আছে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, বর্তমান ইহুদী ও খৃষ্টানগণের পূর্ব-পুরুষগণ ধর্ম, জ্ঞান ও সাধুতাকে সর্বোতঃ জলাঞ্জলী দিয়া নিছক মিথ্যা কথা তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন। আমাদের তফসীরকারকেরা তাহাই সরল প্রাণে, বিনা যুক্তিতে বর্ণনা করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। খৃষ্টান ও ইহুদী পণ্ডিতদিগকে অগাধ বিশ্বাস করাতেই এই ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ উহা-দিগকে তাঁহাদেরই ন্যায় সাধু বিবেচনা করিয়াছিলেন। মানুষ নিজের আত্মার চক্ষেই অন্যকে দেখিয়া থাকে। তাঁহারাও তাহাই করেন। ইহুদী ও খৃষ্টান পণ্ডিত-গণের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহারা তখন ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু কোরআন করিমের ব্যাখ্যায় কেন যে তাঁহারা ঐ সকল রেওয়াইয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন অবোধ্য। যাহা হউক, পূর্ববর্ত্তী কেতাবধারী ইহুদী খৃষ্টানদের যাবতীয় দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ এবং ইসলামকে কার্য্যে ও বিশ্বাসে সর্বোপরি স্থাপনার্থেই মসিহ মাওউদ ও মাহদী মাসউদের আবির্ভাব। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা অবাধ্য না হইয়া তাঁহার অধীনে "ইমাম তোমাদের বর্ম— তোমরা এই বর্মের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করিবে"— রসুল করিম (সাঃ আঃ)এর এই পবিত্র বাণী উপলব্ধি করেন এবং ইসলামের বিজয় যাত্রায় তাঁহার সাহায্য করেন।

হে মুসলমান, তোমাদের ইমাম তাজা কর। তোমরা তোমাদের ইমামকে চেন এবং সর্বোতঃ গ্রহণ পূর্ব্বক তোমরা সঞ্জীবিত হও। হে মানব জাতি, উঠ, জান,, দেখ আল্লাহর প্রদীপ তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত এই আলোক গ্রহণ কর এবং সর্বোতভাবে ইহা দ্বারা উদ্ভাসিত হও। ওয়াস-সালাম।

পেশাওরে আহমদী যুবকদের প্রতি বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডাঃ আবদুস সালামের উপদেশ

৩০শে মার্চ্চ জুমার নামাযের পর পেশাওরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা জনাব প্রফেসার ডাঃ আবদুস সালাম সাহেব, (প্রেসিডেন্ট গণীত বিভাগ, ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স, লণ্ডন) আহ্‌মদী যুবকদিগকে সম্ভাষণ পূর্বক বলেন যে, বর্তমানে জড় ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাক্ষেত্র অমুসলমানেরা অধিকার করিয়া আছে। দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহার নিজ বিষয় পদার্থ বিদ্যায় শতকরা পঁচানব্বই জন বিশেষজ্ঞ ইহুদী। অন্যান্য বিষয়েরও একই অবস্থা। এজন্য আমাদের যুবকদের সম্পূর্ণ মনোযোগী হইয়া পরিশ্রমের সহিত প্রত্যেকেরই আপনাকে এমন যোগ্য করিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা এই ক্ষেত্র অধিকার করিতে পারেন। অতঃপর বলনে ঃ

"কোন সন্দেহ নাই, হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের কল্যাণে, আমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানসমূহে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছি। এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারে, এমন কেহ নাই। সেইরূপই, পার্থিব জ্ঞান বিজ্ঞানেও আমাদিগকে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিতে হইবে। আমাদের জমাআতে জ্ঞান বিজ্ঞানে এমন ব্যক্তিদের সৃষ্টি হওয়া চাই, যাঁহারা তাঁহাদের রিসার্চ্চ এবং নব নব আবিষ্কার দ্বারা এমন ভিত্তি পত্তন করিয়া দেখান, যাহাতে ভবিষ্যৎ বংশাবলী তাঁহাদের গবেষণাকে এই প্রকারে ভিত্তি করিতে পারেন, যেমন আজকাল ইউরোপীয়ান বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানসৌধ মধ্যযুগের মুসলমানগণের গবেষণাকে ভিত্তি করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে।"

"ইহা অত্যন্ত দুর্গম পথ। কিন্তু অতিক্রমের সর্বপ্রকার চেষ্টা আমাদের যুবকদের করিতে হইবে। খোদা-তাআলা স্বয়ং আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধনে সাহায্য করিতেছেন। আধ্যাত্মিক ঘাটি সমূহ অতিক্রম করিবার ফলে খোদা-তাআলা যেমন এল্‌হাম দান করেন, তেমনি পার্থিব জ্ঞান বিজ্ঞানেও খোদা-তাআলা সাহায্য করেন। কিন্তু সেজন্য আপনাকে যোগ্য করিতে হয়।"

তিনি আরো বলেন ঃ "আপনারা যে স্থান লাভ করিয়াছেন, তাহাতে হযরত মুস্‌লেহ মাওউদ আইয়্যেদাহুল্লাহু ওতুদের দোয়া, মনোযোগ ও পথ প্রদর্শনের বহু অংশ রহিয়াছে।" "ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব লাভের পর আমি রেলওয়েতে একটি চাকুরীর জন্য সাক্ষাৎ করি। আমি কৃতকার্য্য হই। আমার পিতা হযরত আক্‌দস আইয়্যেদা হুল্লাহুতাআলাকে এ বিষয়ে অবগত করেন এবং ইহাও লিখেন যে, ভবিষ্যতে এই চাকুরীতে অনেক উন্নতির সম্ভাবনা আছে হুযুর পত্রের জবাব দিলেন যে, তিনি ইহাকে উত্তমভাব মনে করেন। ইহাতে আমি আরো শিক্ষা লাভ মনস্থ করিলাম। এই প্রকারেই আমাদের যুবকদের উত্তমহীন হইতে নাই। প্রকার চেষ্টা যত্ন দ্বারা জ্ঞান ক্ষেত্রে এমন স্থান অধিকার করিতে হইবে, যাহা জামাতের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করে।

মাননীয় প্রফেসার সাহেব পেশাওরের জমাতগুলির উন্নতি প্রসঙ্গে মুসলিম ভ্রাতাগণের প্রশংসনীয় আন্তরিকতার উপরও আলোকপাত করেন। অবশেষে, তিনি অধিকতর ধর্ম্মীয় ও জাগতিক উন্নতির জন্য দোয়া করার অনুরোধ করেন।

(দৈনিক আল-ফযল ৮। ৪। ৬২ ইং)

রাবওয়ায় জনাব প্রোফেসার ডাঃ আবদুস সালাম—

৬ই এপ্রিল জনাব প্রোফেসার ডাঃআবদুস সাহেব

রাব্ওয়া গমন করেন এবং হযরত আক্দস্ খলিফাতুল্ মসিহ্ সানী আইয়োদাহুল্লাহু-তা'লা এবং হযরত কমরুল-আম্বিয়া মীর্যা বশীর আহ্মদ সাহেব মীর্যা নাসের আহ্মদ সাহেব, প্রিন্সিপ্যাল তালিমুল ইসলাম সাহেব এবং হযরত গোলাম রসুল সাহেব রাজেকী ও মৌলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব বাকাপুরীর সহিত বিশেষ পূর্বক সাক্ষাৎ করেন। যথা-সময়ে জুমার নামাজ আদায় করেন এবং বেহেসতী মক্বেরাতে ও বিকাল ৬টায় যাইয়া হযরত উম্মুল্ মুমেনীন এবং অন্যান্য বুযুর্গগণের কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দোয়া করেন।

(দৈনিক আল্ ফজল ৮।৪।৬২ ইং)

●

মজলিসে মোশাওয়ারাত, রাবওয়াহ

খোদার ফজলে গত ২৪, ২৫ ও ২৬শে মার্চ তারিখে বিশ্ব আহ্মদীয়া মজলিসে মোশাওয়াল্লাতের কার্য্য, হযরত খলিফাতুল্ মসিহ সানী আইয়্যেদাহুল্লাহু বেনাছরিহিল আযীযের নির্দ্দেশক্রমে সাহেবযাদা হযরত মির্যা বশীর আহমদ মান্দাজিল্লাহুল-আলির সভাপতিত্বে সুসপন্ন হয় উক্ত মোশাওরাতে সদর আঞ্জুমন ও মজলিসে তহরীকে জদীদের আয় ও ব্যয়ের বাজেট ১৯৬২—৬৩ সনের জন্য যথাক্রমে২৫,৪১,৩৯০ টাকা ও ২৭,৬০,০০০ টাকা সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহিত হইয়াছে। আলহাম্দু লিল্লাহ্।

এবৎসরকার মোশাবেরাতের একটি বৈশিষ্ট এই যে, ইহাতে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য এই ব্যবস্থা গৃহিত হইয়াছে যে, পূর্ব-পাকিস্তান আহমদীয়া কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া পূর্ব-পাকিস্তানের সহিত কেন্দ্রের সংযোগ রাক্ষা করিবার জন্য প্রতি বৎসর কেন্দ্রিয় আঞ্জুমনের পক্ষ হইতে উচ্চ পর্য্যায়ের কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ দুই বার করিয়া এদেশে আগমন করিবেন এবং এখানকার পরিস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

ইহাও সুখের বিষয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি-নিধি হিসাবে স্বয়ং জনাব আমীর সাহেব ও ঢাকা আঞ্জুমন হইতে জনাব মোহাম্মদ সুলায়মান সাহেব উক্ত মোশাওয়ারাতে যোগদান করিয়াছিলেন। জনাব সুলায়মান সাহেবের প্রস্তাবক্রমে ইহাও মজলিসে মোশাওয়ারাতে সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক বৎসর জামেয়া আহমদীয়ায় ১০ জন করিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে ছাত্র গ্রহণ করা হইবে, তাহাদের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানই বহন করিবে। আল্হাম্দু-লিল্লাহ। উক্ত মজলিসে ইহাও গৃহীত হইয়াছে যে, এখানে একটি দীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

মজলিসে মোশাওয়ারাতে গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী

১০-৪-৬২, তারিখে বিমান যোগে জনাব মাওলানা জালালুদ্দীন শামস সাহেব, জনাব মিয়া আবদুল হক রামা নায়েরে বয়তুল মাল, জনাব চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ বাজুয়া নায়েরে ইস্‌লাহ ও ইরশাদ এবং হযরত মসিহে মাওউদ আঃ এর সাহাবী জনাব মৌলবী কুদরতুল্লাহ সন্নৌরী সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে আগমন করিয়াছেন। ১২-৪-৬২ তারিখে উকিলে আলা জনাব সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব, ওয়াকফে জদীদের নাযেমে ইরশাদ জনাব সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব এবং সদরই-মজলীসে-খোদ্দামুল্‌-আহমদীয়া জনাব সৈয়দ দাউদ আহমদ সাহেব বিমাণ যোগে ঢাকা আগমন করিয়া পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক জলসায়ও যোগদান করিয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ।

●

কৃতজ্ঞতা ও খোদার হুজুরে দোয়া

'আহমদীর' শুরু হইতে এযাবত কাল পর্য্যন্ত, যাঁহারা যে দিক দিয়াই আহমদীর খেদমত করিয়াছেন, আমরা আল্লাহ-তাআলার হুযুরে তাঁহাদের সকলের জন্যই দোয়া করিতেছি আল্লাহ-তা'লা তাঁহাদের সকলকেই বিশেষ পুরস্কৃত করুন এবং তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণের প্রতিও বিশেষ অনুগ্রহ করুন আল্লাহ-তা'লা আহমদীয় গ্রাহক অনুগ্রাহক সকলের প্রতিই তাঁহার বিশেষ কৃপা করুন এবং আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সর্ব্বোতঃ মকবুল করুন এবং তাঁহার দরগাহে আমাদিগকে এবং আমাদের কাজকে গৃহীত করুন। আমীন।

অনন্তর তাঁহারই সম্যক প্রশংসা।

●

ঢাকা খোদ্দামুল্‌ আহ্‌মদীয়ার মার্চ মাসের কার্যাবলীর বিবরণী

১৫ই মার্চ জুমার নামাজের পর জনাব হযরত আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় জেলা কায়েদ সাহেব সদর কর্তৃক সিটি কায়েদ সাহেবের নির্বাচনের অনুমোদন ঘোষণা করেন। সিটি কায়েদ সাহেব বর্ত্তমান বৎসরের জন্য কার্য্যকরী সমিতির সভা ও বিভিন্ন বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। খোদার ফজলে ইতিমধ্যে সেক্রেটারীগণ নিজ নিজ দপ্তরের কার্য্য পূর্ণোদামে আরম্ভ করিয়াছেন।

জনাব সিবগাতুর রহমান সর্বসম্মতিক্রমে দারুত তবলিগ হল্‌কার জায়িম নিযুক্ত হন। ২৩শে মার্চ খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় জনাব শহিদুর রহমান সাহেব, জনাব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব ও জনাব লতীফ সাহেব খোদ্দামূল্‌ আহ্‌মদীয়ার কর্তব্য ও উদ্দেশ্যাবলীর উপর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিভিন্ন দপ্তরের এই মাসের কার্য্যাবলীর সতন্ত্র বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

এসলাহ ও ইরশাদ ঃ— এই বিভাগের উদ্যোগে ২৫শে মার্চ থাকায় মসিহ মাওউদ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। হযরত আহ্‌মদ আঃ-এর পবিত্র জীবন ও মোজেযাবলী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন, জনাব মৌঃ মোস্তাফা আলী সাহেব ও জনাব সিটি কায়েদ সাহেব এবং অন্যান্য বক্তাগণও হযরত মসিহ মাওউদ আঃ-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করিতে চেষ্টা করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা ইসলামিক একাডেমীর বিভিন্ন সভায় আমাদের অনেকে যোগ-দান করেন এবং এছলাহ ও এরসাদ দপ্তরের সেক্রেটারী জনাব মোযাহারুল হক সাহেব 'মৃত্যুর পর' যে জীবন আছে, তাহা আলোচনা করেন। ব্যক্তিগতভাবে তথায় অনেক খাদেম আহ্‌মদীয়াতের উপর জোর তবলীগ করেন।

অর্থ দপ্তর ঃ— অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারী বর্তমান বৎসরের বাজেট প্রস্তুত করেন ও সদস্যদের মধ্যে উহার কপি বিতরণ করেন।

খেদ্‌মতে খাল্‌ক ঃ— এই দপ্তরের কার্য্যাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়। ঢাকা হইতে ৬ মাইল দূরে মীরপুরে বশির সাহেব নামক জনৈক দরিদ্র আহ্‌মদী ভ্রাতার ছেলের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাহার সৎকারের উদ্দেশ্যে যয়ীম সাহেবের নেতৃত্বে মৌঃ মহিবুল্লা সাহেব সহকারে দশ জন খাদেম তথায় উপস্থিত হন। শবদেহকে গোসল করানো হইতে আরম্ভ করিয়া কবরস্থ করা পর্য্যন্ত যাবতীয় কাজ সমাধা করিয়া খাদেমগণ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই বিভাগ জন সেবার এক বৃহত্তর মনোভাব লইয়া একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও এই মর্ম্মে হযরত আমীর সাহেবের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

ওয়াকারে আমল ঃ— এই দপ্তরের কার্য্য সম্বন্ধে ইহাই বলার আছে যে, ইহা দারুত তবলিগের যাবতীয় আবর্জ্জনা পরিষ্কার করে ও ভবিষ্যৎ স্কীম গ্রহণ করে।

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া যাহাতে সুষ্ঠুভাবে তাহাদের কর্তব্য পালন করিতে পারে, সেই জন্য প্রত্যেক আহ্‌মদী ভ্রাতার নিকট দোয়ার আবেদন জানানো হইতেছে।

নাযির আহামদ ভূঁয়া
সেক্রেটারী, প্রচার দপ্তর
ঢাকা খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া।

হযরত আমীরুল্ মুমেনীনের স্বাস্থ্য

হযরত আমীরুল মুমেনীন্ খলিফাতুল্ মসিহ্ সানী আল্-মুস্লেহুল্-মাওউদ আইয়্যেদাহুল্লাহু-তাআলার স্বাস্থ্য মুবারক আল্লাহ্-তাআলার ফযলে ভাল। হুযুর প্রত্যহ বিকালে কার-যোগে বায়ু সেবনে বাহির হইয়া থাকেন। আল্লাহ্-তাআলার দরগাহে তাঁহার স্বাস্থোন্নতি ও দীর্ঘায়ুর জন্য বন্ধুগণ সর্বদা দোয়া জারী রাখিবেন।

হজ্ যাত্রী

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমন আহ্মদীয়ার অর্থ সেক্রেটারী জনাব মুহাম্মদ সুলায়মান সাহেব ১৮ই এপ্রিল রাত্রি ৮টায় বিমান যোগে হজ্ যাত্রা করিয়াছেন। আল্লাহ্-তাআলা সফরে তাঁহার সাথী হউন এবং প্রকৃত অর্থে হজ্ করিয়া হজের যাবতীয় কল্যাণে অভিষিক্ত করুন। আমীন।

●

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্মদীয়ার ৪৩তম সালানা জলসা

আল্লাহ্-তাআলার ফযল-করমে, আমাদের সহিত তাঁহার প্রচলিত বিধান— আমাদের প্রত্যেক জলসা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সাফল্যের সহিত সমাপিত হওয়ার ন্যায় এবারও বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এবার সদর হইতে সাত জন বিশিষ্ট নেতৃবর্গের এই জল্সায় যোগদান ইহার সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য। প্রত্যহ সংবাদ পত্রগুলিতে জলসার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং পূর্ব-পাকিস্তান রেডিও হইতেও সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে। তজ্জন্য কর্তৃপক্ষগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

১৪ই এপ্রিল প্রোগ্রাম অনুযায়ী ৯টা হইতে ১১-৩০ মিঃ প্রথম মহিলা সভার অধিবেশন হয়। অতঃপর ৩ টা হইতে জলসার প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহ্মদীয়ার আমীর জনাব শেখ মাহ্মুদুল্ হাসান সাহেব। এই অধিবেশনে জনাব আমীর সাহেবের উদ্বোধনী বক্তৃতার পর জলসা কমিটির চ্যারম্যান সাহেব অভ্যর্থনা বক্তৃতা করিলে রাবওয়া হইতে আগত হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের সাহাবী হযরত মৌলানা কুদরতুল্লাহ্ সাহেব উর্দ্দু ভাষায় 'যিক্রে হবীব' বিষয়ে হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) জীবন চরিত সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করেন। অতঃপর, 'মুসলমানের সেবার্থে আহ্মদীয়াতের দান' বিষয়ে বক্তৃতা করিতে যাইয়া মৌলবী গোলাম সামদানী খাদিম সাহেব, বি, এল

নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও রাজ-নৈতিক দিক্ হইতে আলোকপাত করেন। অতঃপর, রাবওয়া হইতে আগত নাযের বয়তুল মাল জনাব আবদুল হক্ রামা সাহেব "মালী কুরবানী ও ফতেহ্ ইস্‌লাম বিষয়ে" এক সুগভীর বক্তৃতা করেন। হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম ও খলিফাতুল্ মসিহ সানী হইতে তিনি বহু উদ্ধৃতি উপস্থিত করেন এবং বলেন যে, বর্তমানে আহ্‌মদীয়া জামাত ইস্‌লামের সেবার্থে— অন্যান্য স্বেচ্ছা চাঁদা ব্যতীত টাকা প্রতি ১/৬ অংশ চাঁদা আম এবং ১/১০ অংশ আয় হইতে ১/৩ অংশ পর্য্যন্ত অসিয়তের যে চাঁদা দেন, এই সমস্ত চাঁদা ছাড়া জীবনও ওয়াকফ করেন। ইহা শুধু সেই কুরবানীর জন্য প্রস্তুতির অনুশীলন মাত্র যখন ইস্‌লামের বিজয় ডাকে ইসলামের সেবার্থে প্রত্যেকেরই জান-মাল সবই কুরবান করিতে হইবে। সে জন্য মন মস্তিষ্ক সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে হইবে। অতঃপর, লণ্ডন মসজিদের ভূতপূর্ব্ব ইমাম 'হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার (দঃ) জীবনের বিভিন্ন দিক হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও আমাদের কর্ত্তব্য' বর্ণনা করেন এবং কিরূপে তাঁহার অনুবর্তিতায় আমরাও তাঁহার ন্যায়ই খোদার প্রিয় হইতে পারি, বলেন।

সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত খোদ্দামুল্ আহ্‌মদীয়া, তথা আহ্‌মদীয়া যুবক সঙ্ঘের অধিবেশন হয় রাবওয়া হইতে আগত জনাব সৈয়দ দাউদ আহ্‌মদ সাহেব প্রেসিডেন্ট বিশ্ব খোদ্দামুল্ আহ্‌মদীয়ার সভাপতিত্বে। তাঁহার ভাষণে নেযাম মান্য এবং আমীরের আনুগত্যের প্রতি বিশেষ আলোকপাত করা হয়। তাঁহার পূর্ব্বে রিজিয়নেল কায়েদ জনাব চৌধুরী আহ্‌মদ তৌফিক সাহেব খেলাফতের প্রতি যুবক সংঙ্ঘের কর্ত্তব্য বিষয়ে এক সুন্দর বক্তৃতা করেন।

১৫ই এপ্রিল দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন হয় জনাব মৌলবী মুহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে সকাল ৮/৩০ মিঃ হইতে ১১-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত। এই অধিবেশনে জনাব মৌলভী ফারুক আহ্‌মদ সাহেব দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের আর্বির্ভাব সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। জনাব মকবুল আহ্‌মদ খাঁ সাহেব আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। ইস্‌লাম ও পর্দা সম্বন্ধে মৌলবী আনওয়ার আলী সাহেব একটি সন্দর্ভ পাঠ করেন এবং হযরত মৌলানা কুদরতুল্লাহ সাহেব 'যেক্‌রে হাবিব' বিষয়ে পুনরায় বক্তৃতা করেন। অতঃপর জনাব মৌলানা সৈয়দ ইজায আহ্‌মদ সাহেব নেযামে খেলাফত বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র অথচ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। জনাব সভাপতি সাহেব 'আল্লাহ্‌র সহিত সম্বন্ধ স্থাপন' সম্বন্ধে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি অতিশয় জ্ঞান মূলক বক্তৃতা করেন।

তৃতীয় সাধারণ অধিবেশন হয় বিকাল ৫টা—৬টা এবং মাগরেবের নামায পড়ার পর৭-৫ মিঃ হইতে ৮টা পর্য্যন্ত। সভাপতি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া জনাব আমীর সাহেব। এই অধিবেশনে রাবওয়া হইতে আগত ওয়াকফে-জদীদ সদর আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়ার ইস্‌লাহ ও ইরশাদ বিভাগের নাযেম জনাব সাহেবযাদা মীর্যা তাহের আহমদ সাহেব 'তালিম তরবিয়ত সম্বন্ধে একটি আধ্যাত্মিক জ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা করেন এবং বলেন যে কি প্রকারে খোদার প্রেম এবং সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং মানব-সেবা দ্বারা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। অতঃপর, জনাব সামসুর রহমান সাহেব বার-এট-ল 'ইস্‌লাম ও বিশ্ব শান্তি সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। ইহা সব দিক দিয়া অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছিল। 'খতমে-নবুয়ত' সম্বন্ধে মৌলবী মুস্তাফা আলী সাহের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু তত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন। অতঃপর, মৌলানা জালালুদ্দীন শাম্‌স সাহেব হযরত আহ্‌মদের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতার পর দোয়া সহ সভাপতি

সাহেব অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রত্যহ সোরা কমিটির অধিবেশন অবসর সময়ে দিবারাত্রি হইতে থাকে। তাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আঞ্জুমানের আমীর ও সেক্রেটারী এবং স্থানীয় আঞ্জুমান সমূহের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবান এবং রাবওয়া হইতে আগত নেতাগণ যোগদান করেন। এই সকল অধিবেশনে আগামী বৎসরের কর্ম্ম-সূচী প্রস্তুত হয়।

খোদ্দামুল্ আহ্মদীয়া এবং আৎফালুল আহ্-মদীয়া জল্সার যাবতীয় কাজে জলসা কমিটির সাহায্য করেন। আল্লাহ্-তাআলা তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করুন এবং অধিকতর খেদমতের তৌফিক দিন। আমিন।

●

কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষাবিষয়

(সদর আন্সারুল্লাহ রাবওয়া
তরবিয়ত বিভাগ হইতে)

১। জমাআত নামায :

হযরত আবু হুরায়রা রাযি আল্লাহু আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন :

"নিজের বাড়ীতে ও দোকানে নামায পড়া অপেক্ষা জমাআতে নামায আদায় (সোওয়াব ও ফযিলতের দিক দিয়া) পঁচিশ গুণ অধিক। কারণ, তোমাদের মধ্যে যখন কেহ অযু করে এবং উত্তমরূপে অযু করিয়া মস্জিদে শুধু নামায আদায়ের জন্য যায়, তখন তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপে তাহার দর্জ্জা বৃদ্ধি করেন, কিম্বা তাহার একটি গুণাহ্ ক্ষমা করেন। এই প্রকারে সে মস্জিদে প্রবেশ করে এবং মস্জিদে প্রবেশের পর তাহাকে নামাযে থাকাই গণ্য করা হয়, যে পর্য্যন্ত নামায তাহাকে আটক রাখে এবং ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে নামাযের স্থানে থাকে। ফেরেশতাগণ এই প্রকারে দোয়া করেন :

"আল্লাহুম্মাগফের লাহু" "আলাহুম্মারহানহু"— আল্লাহ, তুমি তাহাকে ক্ষমা কর", "আল্লাহ তাহার প্রতি দয়া কর।" সে স্থান পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত এই দোয়া চলিতে থাকে।" 'তজরীদে বুখারী,' প্রথম ভাগ, ২৭৭ নং হাদিস।

২। কোন জাতির অনুকরণ :

ছুরি কাটা দিয়া খাবার সম্বন্ধে হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালাম বলেন, "ইসলাম তো নিষেধ করে নাই। অবশ্য, আড়ম্বর বা কষ্ট পূর্বক কোন কথা বা

কার্য্যের উপর জোর দেওয়া নিষেধ করিয়াছে, অন্য জাতির সাদৃশ্য না হওয়ার জন্য। নতুবা এমনি তো প্রমাণিত হয় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম ছুরি দিয়া গোশত কাটিয়া আহার করিয়াছেন। তিনি ইহা এজন্য করিয়াছেন, যাহাতে উম্মতের কষ্ট না হয়। জায়েয প্রাণালীতে খাওয়া জায়েয। কিন্তু সর্বোতঃ ইহার পাবন্দ হওয়া, কষ্ট করা এবং খাওয়ার অন্যান্য রীতিগুলিকে নাজায়েয মনে করা নিষেধ। কারণ, ক্রমশঃ তাহাতে মানুষ এ পর্য্যন্ত অনুকরণ-প্রিয় হইয়া পড়ে যে, উহাদের ন্যায় পবিত্রতাকেও ছাড়ে। "মান তাশাব্বাহা বে-কাওমিন্ ফহুয়া মিন্হু" (যে জাতির কেহ অনুকরণ করে, সে ঐ জাতিরই হইয়া পড়ে) দ্বারাও ইহাই বুঝায় যে, নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত এগুলি করিবে না। নতুবা কোন সময় বৈধ অবস্থা স্বরূপে করা নিষেধ নয়। আমি নিজেও কোন সময় টেবিলের উপর খাবার রাখি, যখন কর্ম্মাতিশয্য থাকে এবং আমি লিখিতে থাকি। সেইরূপ, কোন কোন সময় চাটাইর উপরও খাই। টেবিলকে নিয়ম নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করা অনুকরণ—
'তাশাব্বুহ্'। তাহা না হইলে, আমাদের ধর্মের সরলতাকে অন্য জাতিরা ঈর্ষার চোখে দেখে। ইংরাজেরাও প্রশংসা করিয়াছেন। বহু নীতি তাঁহারা আরবদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখন প্রথা-পূজা স্বরূপে বাধ্যবাধকতা হইয়া পড়িয়াছে— ছাড়া যায় না।" (২৯৩ নং ফৎওয়া, 'আল্-বদর,' ৬ | ২ | ১৯০৩)

৩। ইস্লামী রীতি দাড়ি রাখা :

হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম বলিয়াছেন, "দাড়ি বাড়াইবে এবং মুচ কাটিবে।" (তজরীদে বুখারী ৪৫০ নং হাদিস)

৪। ইস্লামী রীতি পর্দা :

হযরত আমীরুল্-মুমেনীন মুস্লেহুল্ মাওউদ আইয়্যেদাহুল্লাহু বেনাস্রেহী আযীয বলেন :

"কত বড় অনুগ্রহ যে খোদা-তাআলা মানুষের সুবিধার্থে সর্ব প্রকার আহ্কাম দিয়াছেন। এই সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি পর্দা ছাড়ে, তবে ইহার অর্থ সে কোরআনের অবমাননা করে। এই প্রকার ব্যক্তির সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? আমাদের জমাআতের স্ত্রী, পুরুষ সকলের কর্তব্য তাঁহারা এই প্রকার আহ্মদী পুরুষ এবং এই প্রকার স্ত্রীলোকদের সহিত কোনই সম্পর্ক রাখিবে না।"
(খুৎবা, ৬ | ৬ | ৫৮)

৫। আজ্ঞানুবর্ত্তিতা :

"ওমা কানা লে-মুমেনিওঁ লা মুমেনাতিন ইযা কাযাল্লাহু ও রাসুলুহু আম্রান্ আই-ইয়াকুনা লাহুমুল খিয়ারাতু মিন্ আম্রেহিম্; ওমাইঁ ইয়া'সেল্লাহা ও রাসুলুল্লাহু ফাকাদ্ যাল্লা যালাল্ম্ মুবীনা।"

('সুরাহ্ আহাব,' রুকু ৫)

অর্থাৎ, "কোন মোমেন পুরুষ এবং কোন মোমেন স্ত্রীলোকের কখনো ইহা বৈধ নয় যে, আল্লাহ্-তাআলা এবং তাঁহার রসুল কোন বিষয়ের মীমাংসা করিলে, তাহারা তবু তাহাদের ব্যাপার নিজে নিজেই মীমাংসা করে। এবং যে কেহ— আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে প্রকাশ্য বিপথগামিতায় নিপতিত।"

এম, এম, আলী

ঃ প্রবেশিকার প্রবেশ পথে ঃ

ম্যাট্রিক পরীক্ষার কতিপয় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে পড়ায় কর্তৃপক্ষ ঐ সব পরীক্ষা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন। নানা মহল হতে শোনা যাচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ব্যবসা নাকি বেশ কয়েক বৎসর ধরেই চালু হয়ে আসছে। যাক আমরা এই সব বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা বাড়াচ্ছি না। জাতীয় জীবনের নৈতিক দিক নিয়েই আমাদের আলোচনা। প্রথমেই বলা দরকার যে এগুলি রোগ নয়, রোগের লক্ষণ মাত্র।

অনেকেই মনে করেন শিক্ষা বিস্তার করলেই জাতির সব সমাধান হবে। এই সব ঘটনাতে নিশ্চয় তাদের ভুল ভেংগে যাবে। পঁচা ডিমে ভাল ভাজি হয় না— তেল, ঘি যতই বিশুদ্ধ হউক না কেন। তেমনি পঁচা, অধঃপতিত মানুষ দিয়ে সুস্থ্য, সবল, পাক-পবিত্র জাতি গড়ে উঠতে পারে না, কথাটা বেশ জোর দিয়েই বলা চলে।

যা ঘটে গেল তা দ্বারা এদেশের শিক্ষিত সমাজের চূড়ান্ত অধঃপতনের একটি বেরোম্যাট্রিক ষ্টাডি [Barometric study] হয় না কি? এখানে কতকগুলো বিষয় বিশেষ ভাবে তলিয়ে দেখা দরকার। ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন আছে; কিন্তু শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে যদি চরিত্র গঠনের ভিত্তি মজবুত না হয় তবে ঐ শিক্ষা জাতির জন্য অশিক্ষার চেয়েও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। কারণএক জন শিক্ষিত লোক জ্ঞান বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে মানবতার যে ক্ষতি সাধন করতে পারে শত সহস্র অশিক্ষিত লোক যা হয়ত কল্পনাও করতে পারবে না।

ইসলামের নামে পাকিস্তানের জন্ম হ'য়েছে। ইসলামকে পাকিস্তানের জাতীয় জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সেই পাকিস্তানের শিক্ষিত লোকদেরই যদি এই অবস্থা হয় তবে দুনিয়ার সামনে ইসলামের যেরূপ ফুটে উঠবে তা চিন্তা করতেও যে মন শিওরে ওঠে। দুনিয়ার ইসলামকে ইহার অনুগামীগণ হতে আলাদা করে দেখবে না, দেখা উচিতও নয়। সুতরাং কেন সমাজে এমন পুঁতি গন্ধময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হলো তা খুঁজে বের করতে না পারলে জাতি ডুববে, ইসলাম কালিমাময় হবে।

নৈতিক অধঃপতনের বহু কারণ থাকতে পারে; তবে যে কোন পথে টাকা রোজগার করতে হবে যে কোন ভাবেই জ্ঞানী বা বিদ্বান হওয়ার 'পাশপোর্ট' পেতে হবে এই মনোভাব এবং তৎসহ খোদা ভীতির অভাবই প্রধানতঃ এজন্য দায়ী নয় কি? খোদা আছেন, আমাদের কাজ-কর্ম দেখছেন; তাঁর হুজুরে জবাবদিহি হতে হবে—কোরআন করীমের এই সব শিক্ষা মনের গহণে যতক্ষণ কাজ করবে ততক্ষণ প্রশ্নপত্র ফাঁস করে কেউ ব্যবসা ফাঁদার মত হীন কাজে হাত দিতে পারে কি?

রছুল করীম ছাঃয়ের সময়ের আরবদের অধঃপতনের কাহিনী কতোভাবে, কতো কায়দায় আমরা বর্ণনা করে থাকি। কিন্তু ঐ যুগের কেহ এখন জীবিত থাকলে চোখে আঙ্গুল দিয়ে রছুল করীম ছাঃয়ের তথাকথিত উম্মোতদের অধঃগতি ও অধঃপতন দেখিয়ে দিয়ে বলতেন ঃ অজ্ঞতার অন্ধকারে আমরা ছিলাম অধঃপতিত আর জ্ঞান বিজ্ঞানের অহংকারে এমন কি জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনার ক্ষেত্রেও তোমরা বহু নীচ স্তরে চলে গিয়েছ, হীন হতে হীনতর হয়েছ।

অধঃপতনের অতল গহ্বর হতে মুসলমানদের উদ্ধারের পথ কি? কোরআন আছে, ইসলাম আছে তবুও কেন এই অধঃগতি— এই প্রশ্নের জওয়াব খুঁজে বের করতে না পারলে আমাদের যাত্রাপথের শেষ কি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠবে না?

দুনিয়ার ইতিহাস এ কথাই বলে যে, মানুষ যখন নৈতিক অধঃপতনের চরমে পৌঁছে, যখন সে

নিজের উদ্ধারের পথ খুঁজে পায় না, শাস্ত্র ও শাস্ত্রের বচন তার পঁচন রোধ করতে পারে না তখনই স্রষ্টা তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টিকে উদ্ধার করার জন্য নিজের তরফ হতে নবী রছুলকে পাঠিয়েছেন। অধঃপতন যেমন আদম সন্তানের পথ ছাড়েনি তেমনি নবী রছুলের আগমনও থেমে যায়নি। আলো অন্ধকারের খেলা চলছে— চলবে।

এ যুগেও নৈতিক অধঃপতনের গাঢ় অন্ধকার হতে মানবতাকে উদ্ধার করে পাক-সাফ করে তোলার জন্য আল্লাহ-তাআলা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ আঃ কে নবী করে পাঠিয়েছেন। তাঁর সাথে দৃঢ় সংযোগই মানবতাকে বর্তমান অধঃপতন হতে বাঁচাতে পারে। শুধু জাগতিক শক্তিতে নির্ভর করে যে তা সম্ভব নয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মাধ্যমে শয়তান ইহার একটি তাজা নজীর আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। জ্ঞানের প্রবেশিকার প্রবেশ পথে যাদেরকে নিয়ে শয়তান এমন খেলা খেলছে— পাশ করিয়ে নিয়ে ওদের দ্বারা যে কি খেলা খেলবে তাত কল্পনারও বাইরে।

শয়তানকে সামলাবার পুরাপুরি কাজ নবী রছুল ছাড়া আর কারো দ্বারা হতে পারে কি ?— প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মাধ্যমে চিন্তাশীল মনে ঐ প্রশ্নই জেগে উঠেছে।

গীর্জা ও মসজিদ :

ছোট্ট খবর। কিন্তু মানবতা ও সভ্যতার দিক দিয়ে বিচার করলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সংক্ষেপে খবরটি বলে আলোচনায় যাওয়া যাক :

২৩শে এপ্রিলের [১৯৬২] রয়টারের এক খবরে প্রকাশ মার্কিন দেশের লুসিয়ানার একটি স্থানীয় মেথোডিষ্ট চার্চে অনুষ্ঠিত ইষ্টারের প্রার্থনা সভা ত্যাগ করতে রাজি না হওয়ায় ২ জন নিগ্রো যুবক ও একজন নিগ্রো যুবতীকে গ্রেপ্তার করে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে জেলে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যান্য স্থানের ৪টি মেথোডিষ্ট চার্চেও নিগ্রো যুবক-যুবতীগণকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি।

দু'দিকে থেকে বিষয়টিকে বিচার করে দেখা যায়। বর্তমান যুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। বস্তুতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাহন করে মানব সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে বলে আমাদের গর্ব ও অহংকারের অন্ত নেই। বিজ্ঞানকে যারা মেনে চলে না তাদেরকে আমরা হেয় জ্ঞান করি।

জীব বিজ্ঞান নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করেছে যে বর্তমান দুনিয়াতে যত রংগের, যত ঢংগের, যত জাতের (?) মানুষই বাস করুক না কেন— সবই একই জাতিভুক্ত। কোরআন পাকে 'সব মানুষ একই মণ্ডলীভুক্ত ছিল' বলে উল্লেখ করেছে। যাক সে কথা। এখন বিজ্ঞানের নিক্তিতে বিচার করতে গেলে স্পষ্ট দেখা যায়— রংগের জন্য কাকেও ঘৃনা করলে ইহা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধেই যায়। তা'ছাড়া গায়ের রংগের জন্য কাকেও ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করা যায় না। সমগ্র বিশ্বে মার্কিন দেশ বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সব করতে পারে। সে দেশের শাদা চামড়ার লোকেরাই বিজ্ঞানে অধিকতর অগ্রগামী একথাও অস্বীকার করা যায় না। দেখা যাচ্ছে রংগের প্রশ্নে বিজ্ঞানকে বিসর্জন দিয়ে তারাও অজ্ঞানের ভূমিকাই গ্রহণ করছে। বিজ্ঞানের সাধনা তাদের নিকট মানবতাকে এখনও বড় করে তুলতে পারেনি। বিজ্ঞান তাদেরকে মানবতা দিতে ব্যর্থ হয়েছে— না বিজ্ঞানের ছোয়াচ দিয়ে মানবতাকে গড়ে তুলতে তারা ব্যর্থ হয়েছে— এ নিয়ে তর্ক না বাড়িয়ে সোজা কথায় বলা চলে বর্তমান সভ্যতার মশালধারীদের উজ্জল আলোও তাদের মনের গহণের, তাদের পাক-পবিত্র গীর্জার অন্ধকার দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ঃ

"আল্লাহ্ তাহাদের বন্ধু, যাহারা ইমান আনে। তিনি তাহাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোকের ক লইয়া যান। আর যাহারা অস্বীকার করে, তাহাদের বন্ধু হইতেছে তাহারা যাহারা পুণ্য কাজে বাধা দেয়। তাহারা াদিগকে আলোক হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অন্ধকাররাশির দিকে নিয়া যায়। উহারা অগ্নিতে পড়িবে এবং উহাতে উহারা স করিবে।" (সুরাহ্ বাকারাহ্ ২৫৮ আয়েত)

আলোক প্রাপ্ত মোমেনের দোয়া ঃ

"হে আমাদের প্রভু, স্রষ্টা ও প্রতিপলক, আমাদের আলোক আমাদের উপকারার্থে সম্পুর্ণ করিয়া দেও, এবং মাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি সবই করিতে পার।" (সুরাহ্ তহরীম ; ৯ আয়েত)

● ● ●

পরলোকে ফজলুল-হক্

(ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলায়হে রাজেউন)

২৭শে এপ্রিল, অদ্য বিকাল ২ ঘটিকার সময় ৪ নং বক্সিবাজার রোডস্থ পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমনে আহমদীয়ার এক বিশেষ জরুরী সভা আহ্বান করা হয়।

এই সভায় অশীতিপর রাজনীতিবিদ জনপ্রিয় নেতা জনাব ফজলুল হক সাহেবের অন্তর্ধানে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও আঁত্মীয় স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

আমরা 'আহমদীর' পক্ষ হইতেও আমাদের আন্তরিক ও গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং মরহুমের আত্মীয় স্বজনের প্রতি সমবেদনা নিবেদন করিতেছি।

মরহুম তাঁহার আয়ুষ্কাল সম্পুর্ণ করিয়া ইহাধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার একটি মাত্র উক্তি, তাঁহার এক বক্তৃতা হইতে জাতির উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"We are Muslim first, Muslim second, Muslim always."

'প্রথমে, মাঝে, শেষে সর্বাবস্থায় আমরা মুসলিম।' রাজনীতি, আধ্যাত্মিক সর্বক্ষেত্রে মুসলমানের ইহাই আদর্শ। আল্লাহ্তাআলা তাঁহার সুকৃতির অশেষ পুরস্কার দিন।

১। আল্লাহ্ অবতার। কেহ তাঁহার গুণে, শক্তিতে, নামে ও পুজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা ও স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহতাআলা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্বদেশে এবং সর্ব জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরআন শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরআন শরীফ আমাদের ধর্ম গ্রন্থ। হযরত মোহম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামুন্-নবীয়ান' বা নবীগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ-তাআলার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পুর্ণরূপে 'একিন' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরআন শরীফে বর্ণিত 'তক্দীর' বা খোদা-তাআলার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ-তাআলা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনা বলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি এবং কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেশ্তে ও দোযখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফাআত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবীগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার বিষয় কোরআন শরীফে— ————"তিনিই আল্লাহ, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন——এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাহাকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্' এবং 'মাহ্দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ) ভিন্ন অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কো শরীফ পুর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পু দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হই আমাদের ঈমান এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একাধারে নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবি পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোনও উপায় ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া তো দুরের এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কে কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। তাহা হইলে হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, মোহাম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্তিগণ হইতেই অতীব আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্বদা হ এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হযরত মুহাদের আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবীর অব পদও লাভ করা সম্ভব, কিন্তু কোন নবী বা অবতার নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) অ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারে না। কারণ তাহা হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) পুর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা ইহাই 'নবীদের মুহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই রসুল করিমের (সাঃ) দুইটি পরস্পর বিপরীত বাক্যের স রক্ষা করিতে পারে:—যথা তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে 'বাদে নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমা মসিহ আসিবেন যিনি খোদাতাআলার নবী হইবেন।' ইহা হ পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হযরত রসুলে করিমের (সা) ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাহার উম্মতের বাহির হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আ হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছে

১০। আমরা নবীদের 'মোজেযা' বা অলৌকিক লীলা বিশ্বাস করি। কোরআন শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লা আল্লাহ-তাআলার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা ঈমান রাখি যে, খোদা-তাআলা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ 'আয়া নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহি

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে। যে হইতে 'আহ্‌মদীর' নূতন বর্ষ আরম্ভ হয়।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যার এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা কাগজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ **'সম্পাদক', আহমদী, ৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা**—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,' ৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি সংখ্যা

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	৭৫৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৪০৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	২৫৲
সিকি কলম	"	১২০৷
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৫৲
" " " অর্দ্ধ "	"	৭৫৲
" " ৩য় পূর্ণ "	"	৫০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	২৫৲
" " ৪র্থ পূর্ণ "	"	১৫০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	৮০৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে, হইবে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

৩। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লিল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহমদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

আহ্‌মদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু কিম্বা অন্য কোন ভাষায় বই পুস্তক ক্রয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করুন :—

ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

ঃ ক্রয় করুন ঃ

১।	আমাদের কথা—	·৩৭
২।	আহমদ চরিত—	·৫০
৩।	কিশ্‌তিয়ে নুহ—	১·২৫
৪।	খাতামুন নবীঈন—	২·০০
৫।	মহাসুসংবাদ—	·২৫

সম্পাদক—পুস্তক বিভাগ,
৪নং বক্সিবাজার রোড,
ঢাকা